bangla express™
বাংলা এক্সপ্রেস
দেশে ও প্রবাসে বাংলার মুখপত্র

রেজিষ্টার্ডঃ ঢা.প্র.জেঃ ৬০৫১ | ১২ বর্ষ | সংখ্যা - ২৩ | সোমবার | ২১ জুন ২০২১ | ৭ আষাঢ় ১৪২৮ | মূল্যঃ ৮ টাকা

বাংলাদেশকে দারিদ্রমুক্ত করবোঃ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, একটি ঘর পেয়ে দুঃখী মানুষের মুখে যে হাসি দেখতে পাই এর চেয়ে বড় পাওয়া আমার জীবনে আর কিছু নেই। মানুষের জন্য মানুষ এটাই সব থেকে বড় কথা।

রোববার (২০ জুন) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারাদেশে ৫৩ হাজার ৩৪০ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমির মালিকানাসহ গৃহ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৩ হাজার ৩৪০ পরিবারকে দুই শতক জমিসহ সেমিপাকা ঘর উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের ৪৫৯টি উপজেলা প্রান্ত থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তার প্রতিনিধি হিসেবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার হাত থেকে জমির দলিল ও ঘরের চাবি বুঝে নেন এসব পরিবার।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পুরো বাংলাদেশ আমি ঘুরেছি। গ্রামে-গঞ্জে, মাঠে-ঘাটে। আওয়ামী লীগ অধিকার নিয়ে কাজ করে। জাতির পিতা মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দিয়েছেন। তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

তিনি বলেন, আমরা এ পর্যন্ত ৪ লাখ ৪২ হাজার ৬০৮ পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছি। এরমধ্যে জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে কক্সবাজারে খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প ও আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প।

আমাদের সচিবরা তাদের নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি পরিবারকে ঘর করে দিয়েছেন। আমাদের পুলিশসহ বিভিন্ন বাহিনী ও বিভিন্ন সংস্থা এ কাজে এগিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, আমরা লক্ষ্য স্থির করেছি, বাংলাদেশকে দারিদ্রমুক্ত করব। এর জন্য শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছি, কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিয়েছি। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করেছি। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি গৃহহীন মানুষকে ঘরবাড়ি তৈরি করে দিচ্ছি।

সরকার প্রধান বলেন, বস্তিবাসীর জন্য ঢাকায় ভাড়ায় থাকার জন্য ফ্ল্যাট করে দিচ্ছি। অর্থনৈতিক নীতিমালায় আমরা তৃণমূলকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। গ্রাম পর্যায়ের মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া। তাদের খাদ্য, শিক্ষা ও বাসস্থান নিশ্চিত করা। তৃণমূল মানুষের জীবন জীবিকা নিশ্চিত করছি।

ঘরের চাবি হাতে পেয়ে গৃহহীনদের উল্লাস

বাংলা এক্সপ্রেস ডেস্কঃ ২০ জুন (রবিবার) সকাল ১০ টায় সারা দেশে ২য় পর্যায়ে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে ৫৩,৩৪০ টি চাবিসহ গৃহ প্রদান অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেছেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই অংশ হিসেবে ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলায় ২৮০টি উপকারভোগীদের হাতে ঘরের দলিল হস্তান্তর করেন।

আলফাডাঙ্গা উপজেলা হলরুমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তৌহিদ এলাহির সভাপতিত্বের এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য মনজুর হোসেন বুলবুল। প্রধান অতিথির হাত থেকে চাবি ও দলিল গ্রহণ করে উপকারভোগীরা অত্যন্ত আনন্দিত। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলফাডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান এ.ক.এম.জাহিদুল হাসান জাহিদ, পৌর মেয়র সাইফুর রহমান সাইফার, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লায়লা পারভীন, আলফাডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি এনায়েত ফকির, সাধারণ সম্পাদক আলমগীর কবির, টগরবন্দ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলমগীর হোসেন সহ বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, সাংবাদিক ,শিক্ষক, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও গৃহহীন পরিবারের সদস্যগণ।

সবার জন্য টিকাঃ জাতিসংঘ মহাসচিবকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক : জাতিসংঘের সদর দপ্তরে সংস্থাটির মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। সাশ্রয়ী মূল্যে সবার জন্য করোনার টিকা নিশ্চিত করতে জাতি সংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের সদর দপ্তরে সংস্থাটির মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন। এ সময় তিনি এ আহ্বান জানান।

টিকাকে পাবলিক গুড ঘোষণা করায় জাতিসংঘের মহাসচিবকে ধন্যবাদ জানান ড. মোমেন। টিকা যেন সবার নাগালের মধ্যে আনা হয় সে জন্য জাতিসংঘকে উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করেন তিনি। জবাবে জাতিসংঘের মহাসচিব জানান, সম্প্রতি অনুষ্ঠেয় জি-৭ সম্মেলনে বিষয়টি তুলে ধরেছেন; বিশেষ করে গুতেরেস ভ্যাকসিন তৈরির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সক্ষমতার বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

মোমেন-গুতেরেসের বৈঠকে আলোচনা হয় রোহিঙ্গা ইস্যুতে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে অব্যাহত মনোযোগের জন্য জাতিসংঘের মহাসচিবকে ধন্যবাদ জানান মোমেন। মোমেন বলেন, মিয়ানমারের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় জাতিংসঘকে আগের চেয়ে দেশটিতে আরও বেশি হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি তিনি মিয়ানমারে প্রকাশ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘোষণা দেওয়ার সময় প্রভাবশালী দেশগুলোর মিয়ানমারে অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক বাড়ানোর বিষয়টি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন।
রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিক উদারতার প্রসঙ্গ টেনে গুতেরেস রোহিঙ্গাদের দেখভাল করার জন্য বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান।

জাতিসংঘের মহাসচিব বলেন, আশ্রিত রোহিঙ্গাদের দেখভালের জন্য বাংলাদেশের উদারতাকে বিশ্ব কখনও ভুলে যাবে না। এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভাসান চরে রোহিঙ্গাদের জন্য তৈরি করা বিভিন্ন সুবিধা সম্পর্কে গুতেরেসকে জানান এবং সেখানে জাতি সংঘের কার্যক্রমের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

দ্বিতীয় মেয়াদে জাতিসংঘের মহাসচিবের দায়িত্ব পাওয়ায় গুতেরেসকে অভিনন্দন জানান ড. মোমেন।

তিনি তার প্রথম মেয়াদে জাতিসংঘের নেতৃত্বের ভূমিকার প্রশংসা করেন। জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ সম্পর্ক প্রসঙ্গে জাতিসংঘের মহাসচিব বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে জাতিসংঘের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি জাতিসংঘের কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রে বিশেষত শান্তিরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘের মহাসচিবকে জানান, বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নের পথে রয়েছে।

তবে এসডিজির অর্থায়ন সুরক্ষায় কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমাও অংশগ্রহণ করেন।

পৌরসভার বাজেট ঘোষণা আলফাডাঙ্গায়

আলফাডাঙ্গা প্রতিনিধিঃ ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা পৌরসভার ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে।

পৌর মেয়র সাইফুর রহমান সাইফারের সভাপতিত্বে ও পৌর কমিশনার মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় বাজেট ঘোষণা অনুষ্ঠানে পৌর কমিশনারগণ, উপজেলা আওয়ামীলীগ ও অঙ্গ সংগঠন সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক, নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। *(বিস্তারিত ২য় পৃষ্ঠায়)*

আধুনিকায়ন হচ্ছে মেরিন একাডেমি

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ পাড়ে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি পুরনো অবকাঠামো পরিবর্তন করে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে গণপূর্ত অধিদপ্তর। সমুদ্রগামী জাহাজের অফিসার ও প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণে দেশের একমাত্র বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিকে প্রায় ১৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে অবকাঠামোগত পুনর্গঠনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্প হাতে নিয়েছে গণপূর্ত অধিদপ্তর। প্রকল্পটি বর্তমানে একনেকে *(বিস্তারিত শেষ পৃষ্ঠায়)*

সম্পাদকীয়

স্বপ্ন নগরে স্বপ্নের ঠিকানা

ভূমিহীন-গৃহহীন আর গরীব-অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো নয় শুধু; পুরো একজন নাগরিককে ছল-চতুরতা, ভিক্ষাবৃত্তি আর পরোমুখাপেক্ষীতা থেকে মুক্ত করে পুরো পরিবারকে আবাসন প্রদানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবারো প্রমাণ করলেন "মানুষ মানুষের জন্যে"। আর এই এক প্রকল্প দিয়েই তিনি মহীসুর করলেন তার "মানবতার মা" পদবী।

২০২০-২০২১ সালকে ঘোষণা করা হয়েছিল "মুজিব বর্ষ"। আর এ উপলক্ষ্যে বাঙালী জাতি পেয়েছে সারা বছর বিভিন্ন সুযোগ - সুবিধা। বাংলার গরীব দুঃখী-দের জন্য এ বছর এক উৎসাহের বছর। মুজিব বর্ষকে কেন্দ্র এত বড় উপহার বাংলাদেশের মানুষ ভাবতেই পারেনি কখনো।

প্রতিটি পরিবারকে ২ শতাংশ জমি সহ পাকা দেয়ালের ওপর টিন শেড এর একটি করে ঘর। জীবনের সেরা উপহার।

প্রথম পর্যায়ে ৭০ হাজার, এবার দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৩ হাজার ৩৪০ আবার চলবে তৃতীয় সেশন। আজ রোববার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণভবন থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে স্বপ্ন নিয়ে জাতির পিতা বাংলাদেশ স্বাধীন করে গেছেন... তার সৃষ্ট বাংলাদেশে একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না। এটাই আমার লক্ষ্য। আমরা চাই বাংলাদেশের কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না, আশ্রয়হীন থাকবে না। অন্তত এটুকু করলে আমার বাবার আত্মা শান্তি পাবে।

এই প্রকল্পের নাম দেয়া হয়েছে "স্বপ্ন নগর"। এ প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু বাস্তহারা-অসহায়রাই যে উপকৃত হয়েছে তাই নয়; দেশের বিশাল এলাকা জুড়ে সরকারী খাস জমি, নদীর চর, পরিত্যক্ত বাগান আর ভূমিদস্যুদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সরকারী জমিগুলো সরকারের নিজ উদ্যোগে আয়ত্তে নিয়ে তা ভূমিহীনদের মাঝে মালিক হিসেবে হস্তান্তর করে দেয়াটা এক বিশাল দূরদর্শিতা ও সফল নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন তিনি।

আমরা বাঙালি জাতি হিসেবে গর্বিত ছিলাম, এবার বিশ্বের কাছে প্রসংশিতও হলাম। ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে তার সূচনা স্বপ্নের দিকে।

সেরাজেম
থারমাল থেরাপী সেন্টার
(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত)
দক্ষিন কোরিয়ার এক আধুনিক সাড়া জাগানো বৈপ্লবিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি "সেরাজেম" থার্মাল আকুপ্রেসার মেশিন, যা এখন বিশ্বের ৮০ টিরও বেশী দেশে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ব্যবহারের মাধ্যমে মানব দেহের অনেক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

ডাক্তার সুলতানা
সময়ঃ (মহিলাদের জন্য) সকাল ৯টা হতে বিকাল ৫টা
(পুরুষদের জন্য) দুপুর ৩টা হতে বিকাল ৫টা
নাজমা মেডিকেয়ার
মোবাইলঃ ০১৭৫৮-৬৮৯৫১৫ । ০১৬৩৮-৭২৮৫৫৬

পৌরসভার বাজেট ঘোষণা আলফাডাঙ্গায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর...

বাজেটে সর্বমোট ১৯ কোটি ১২ লক্ষ ৩ হাজার ৮৮৪ টাকা আয় ধরা হয়েছে। ৫ কোটি ৩০ হাজার ৬৯৬ টাকা উদ্ধৃত রেখে সর্বমোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৯ কোটি ৬ লক্ষ ৭৩ হাজার ১৮৮ টাকা। এছাড়া এবার বাজেটে রাজস্ব খাতে আয় ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ও ব্যয় ১ কোটি ২২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯৬০ টাকা ধরা হয়েছে। এতে শহর উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫ কোটি টাকা এবং কোভিড-১৯ ও ডেঙ্গু প্রতিরোধ খাতে বরাদ্দ রয়েছে ৮ লক্ষ টাকা।

মঙ্গলবার ১৫ই জুন ১১টায় আলফাডাঙ্গা উপজেলা হলরুমে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এ বাজেট পেশ করেন পৌর মেয়র সাইফুর রহমান সাইফ-ার। ঘোষিত বাজেটে উন্নয়ন খাতেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এসব আয়ের বড় অংশের যোগান আসবে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দ থেকে। রাজস্ব খাত থেকে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ লাখ ২৩ হাজার ৪০ টাকা।

মেয়র মহোদয় তার সমাপনী বক্তব্যে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে পৌর এলাকার বিভিন্ন প্রজেক্ট বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও বাধাগ্রস্থ হচ্ছে বলে বারংবার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন- আমরা করোনাকালিন সমস্যার থেকে একটু বেরিয়ে এলেই আবার পুরোদমে উন্নয়নের কার্যক্রম শুরু করতে পারবো বলে আশাবাদী। এ প্রসঙ্গে তিনি এলাকাবাসীর সহযোগিতাও কামনা করেন।

রণিকে ছাত্রদল নেতা বানানোর অপপ্রচার,

শেষ পৃষ্ঠার পর...

তিনি বলেন, সামান্য একটা কাগজের উপর নির্ভর করে আমার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক জীবনকে সংকটময় করে তুলবেন না। আর কি কাগজ এবং প্রমাণ আছে সেটা দেখান? ছাত্রদলের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই এটা মিথ্যা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক আমাকে হেয় করার জন্য।

তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতি এক টুকরো কাগজ আর ফেসবুকে কুচক্রী মহলের নানান তৎপরতা আমার ব্যক্তি জীবন ও রাজনৈতিক জীবনকে করেছে প্রশ্নবিদ্ধ এবং আমাকে ফেলেছে হুমকির মুখে। উল্লেখ্য, সদ্য ঘোষিত আলফাডাঙ্গা পৌর ছাত্রলী-গের কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে পৌর ছাত্রদলের এক নেতার জায়গা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযুক্ত রায়হান রনি নামের ওই নেতা উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক পদে থেকেই উপজেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পদ পেয়েছেন বলে দাবি করা হয়।

রায়হান রনি ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডে বসবাস করেন। বর্তমানে পড়াশোনা করছেন যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে। ছাত্রদল নেতাকর্মীরা জানান, প্রায় ছয় মাস আগে গত ২৩ জানুয়ারি জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সৈয়দ আদনান হোসেন অনু ও সাধারণ সম্পাদক

কাশিয়ানীতে জমি নিয়ে বিরোধ-কৃষক খুন

কাশিয়ানী (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধিঃ জমিজমা নিয়ে বিরোধে এক কৃষক খুন হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে, বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে তিনটায় গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার ফুকরা ইউনিয়নের সাফলীডাঙ্গা গ্রামে। ঘটনার সাথে জড়িত তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গেছে, কাশিয়ানী উপজেলার সাফলীডাঙ্গা গ্রামের নির্মল মল্লিকের সাথে প্রতিবেশী রামদিয়া গ্রামের সামন্ত বিশ্বাসের (পাগল) জমির সীমানা নিয়ে ৭/৮ বছর যাবত বিরোধ চলছিলো। বৃহস্পতিবার দুপুরের পর নির্মল মল্লিক সীমানা পিলার ভেঙ্গে ফেলে দিলে উভয়ের পরিবারের লোকজনের মধ্যে মারামারি ঘটনা ঘটে। এ সময়ে সামন্ত বিশ্বাস পাগল (৫২) ঘটনাস্থলে মারা যায়। তাকে পওে হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করে।

পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত তিনজনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলো-নির্মল মল্লিক (৫২), তার স্ত্রী মিনু মল্লিক (৫০),ছেলে-জীবন মল্লিক (৩২)। রামদিয়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের উপ-পরিদর্শক প্রকাশ বোস খুনের ঘটনাটি নিশ্চিত করে জানান, ঘটনার সাথে জড়িত তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং মামলার প্রস্তুতি চলছে।

তানজিমুল হাসান কায়েস স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ২১ সদস্য বিশিষ্ট আলফাডাঙ্গা পৌর ছাত্রদলের একটি আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন দেন। ওই কমিটির একজন আহ্বায়ক, ৯ জন যুগ্ম আহ্বায়ক, একজন সদস্যসচিব এবং বাকি সবাই সদস্য পদ পায়। ঘোষিত ঐ কমিটির ১ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছে রায়হান রনির নাম। যাকে আজ ১৯ জুন ২০২১ শনিবার, বেলা ৩ ঘটিকায় এক জরুরী প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দলীয় নিয়ম বহির্ভূত কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিযোগে মোঃ রায়হান রণি কে বহিস্কার করে।

এদিকে ১২ জুন আলফাডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকের নাম ঘোষণা করে একটি আংশিক কমিটি অনুমোদন দেয় ফরিদপুর জেলা ছাত্রলীগ। ঘোষিত ঐ পৌর কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবেও রয়েছে মোহাম্মদ রায়হান রনির নাম। যাকে আজ ১৯ জুন ২০২১ শনিবার, বেলা আনুমানিক সাড়ে তিন ঘটিকায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দলীয় নিয়ম শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যকলাপের অভিযোগে তার সদ্য প্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক পদ হতে অব্যাহতি প্রদান করে।

স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বক্তব্য যে, ছাত্র দলের রায়হান রনি ও ছাত্রলীগের মোহাম্মদ রায়-হান রনি একই ব্যক্তি কি না তা আমাদের জানা নেই; তবে মোঃ রায়হান রনি দাবী করেন ছাত্রদ-লের রায়হান রনি ও তিনি একই ব্যক্তি নন।

শিরগ্রামে আঁকা বাঁকা রাস্তা থাকায় বাড়ছে দুর্ঘটনা

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার শিরগ্রাম আজিজুল উলূম হাফেজিয়া মাদ্রাসা মোড়ে ঝুঁকিপূর্ণ এই বাঁক থাকায় উভয়মুখী যাত্রীদের মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। দূর থেকে এসব টেক-বাঁকগুলি দেখা না যাওয়ার কারণে এই সকল টেকবাঁকে যানবাহন চলচলের সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনার ঘটে থাকে। তাছাড়া বাঁকের পাশেই রয়েছে শিরগ্রাম শাহাজাদী শিরিন বালিকা বিদ্যালয়, একটি মহিলা মাদ্রাসা, একটু সামনে এগোলেই জয়দেবপুর বাজার থাকায় এটি উভয়মুখী গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

দূর থেকে এসব টেক-বাঁকগুলি দেখা না যাওয়ার কারণে এই সকল টেকবাঁকে যানবাহন চলচলের দূর থেকে দেখা না যাবার কারণে বড় ধরণের দূর্ঘটনাও ঘটছে অহরহ। একালাবাসীর বক্তব্যে জানা গেছে- এর পাশে প্রচুর খালি জমি আছে, প্রসাশন চাইলেই এই বাঁক টা কে সোজা করে দিয়ে যানবাহন চলচলে ভোগান্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। আমরা স্থানীয় জনপ্রশাসকদের সু-দৃষ্টি কামনা করছি।

ভারতে ২৪ ঘন্টায় রেকর্ড মৃত্যু ৬১৪৮

ভারতে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আরও ছয় হাজার ১৪৮ জন। এটিই এখন পর্যন্ত দেশটিতে একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু। করোনায় এ পর্যন্ত ভারতে মারা গেছেন তিন লাখ ৫৯ হাজার ৬৭৬ জন।

একই সময়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত আরও ৯৪ হাজার ৫২ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে টানা তৃতীয় দিনের মতো দৈনিক শনাক্তের সংখ্যা লাখের নিচে। দেশটিতে মোট শনাক্ত হয়েছেন দুই কোটি ৯১ লাখ ৮৩ হাজার ১২১ জন। সংক্রমণের দিক থেকে বিশ্বের মধ্যে ভারতের অবস্থান বর্তমানে দ্বিতীয়তে। গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন আরও এক লাখ ৫১ হাজার ৩৬৭ জন। মোট সুস্থ হয়েছেন দুই কোটি ৭৬ লাখ ৫৫ হাজার ৪৯৩ জন।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি মহারাষ্ট্রে। এরপর রয়েছে কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, ছত্তিশ-গড় ও রাজস্থান। গত ২৪ ঘন্টায় মহারাষ্ট্রে শনাক্ত হয়েছেন ১০ হাজার ৯৮৯ জন। ভারতে মোট শনাক্ত দুই কোটি ৯১ লাখ ৮৩ হাজার ১২১ জনের মধ্যে বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ১১ লাখ ৬৭ হাজার ৯৫২ জন। ভারতে এখন পর্যন্ত ২৪ কোটি ৩০ লাখ মানুষকে ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে এনডিটিভির প্রতিবেদনে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘন্টায় ভারতে আরটি-পিসিআর ও অ্যান্টিজেন পদ্ধতিতে ২০ লাখ চার হাজার ৬৯০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। আর এখন পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৭ কোটি ২১ লাখ ৯৮ হাজার ২৫৩টি নমুনা। পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করা ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, ভারতের মোট জনসংখ্যা ১৩৯ কোটির বেশি। সেখানে প্রতি ১০ লাখ মানুষের মধ্যে গড়ে দুই লাখ ৬৭ হাজার ২৪৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। আর বাংলাদেশে জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৬০ লাখের বেশি। এখানে প্রতি ১০ লাখ মানুষের মধ্যে গড়ে ৩৬ হাজার ৭৩৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৩০ জানুয়ারি ভারতে প্রথম করোনায় আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়। ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, সংক্রমণের দিক থেকে বর্তমানে বিশ্বে ভারতের অবস্থান দুই নম্বরে। ভারতের আগে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও পরে ব্রাজিল। ওয়ার্ল্ডোমিটারের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী,বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭ কোটি ৫১ লাখ ৭৭ হাজার ১৭৭ জন এবং মারা গেছেন ৩৭ লাখ ৭৭ হাজার ৯৭ জন। এ ছাড়া, সুস্থ হয়েছেন ১৫ কোটি ৮৬ লাখ ৯৬ হাজার ৫৫৫ জন।

আলফাডাঙ্গায় বাইপাস সড়কের বেহাল দশা

আলফাডাঙ্গা অফিসঃ ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলার নওয়াপাড়া কুচিয়াগ্রাম সড়কে ব্রিজের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে বেশ আগে, কিন্তু ভাল ভাবে করা হয়নি অস্থায়ী সংযোগ সড়কটি।

ফলে একটু বৃষ্টি নামলেই এলাকাবাসীর দুর্ভোগের শেষ নেই। ব্রীজের পাশ দিয়ে ঢালু করে কোন রকম ইট বালু ছাড়াই কাঁচা মাটির এই অস্থায়ী সড়কটি করে রেখে দিয়েছে নির্মানকারী প্রতিষ্ঠান। একটু বৃষ্টি নামলেই প্রচুর পরিমাণ কাঁদা জমে থাকে। এ রাস্তা দিয়ে আলফাডাঙ্গা উপজেলা সদরে কমপক্ষে ৫০টি গ্রামের লোকজন যাতায়াত করতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের পোহাতে হচ্ছে দুর্ভোগ। অবস্থায় বাইপাস সড়ক দ্রুত সংস্কারের দাবি জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। এ রাস্তায় রয়েছে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি হাইস্কুল এবং ১টি মহিলা কলেজ, অথচ প্রশাসনের এ দিকে কোন খেয়াল নেই।

ব্রিজটি নির্মাণ করার আগে রাস্তা নির্মান করা হলে আলফাডাঙ্গা উপজেলার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হতো। নির্মানাধীন ব্রীজ থেকে আলফাডাঙ্গা পৌরসভার দূরত্ব ১ কিলোমিটার, অথচ একটু বৃষ্টি নামলেই ৬ কিলো রাস্তা ঘুরে আলফাডাঙ্গা উপজেলা সদরে আসতে হয়।

সর্ব-সাধারণদের কথা চিন্তা করেই ভাঙা ব্রীজটাকে বড় এবং ভালো করার উদ্যোগটি জনগনের স্বার্থেই নিয়েছিলেন সরকার, কিন্তু সেই ব্রিজটির নির্মাণের কাজ শুরু হলেও ভালো করে বাইপাস সড়ক নির্মান না হওয়ার কারনে চরম দূর্ভোগে পড়তে হচ্ছে স্থানীয় দের। এ প্রসঙ্গে ফরিদপুরের সেতু নির্মাণ ঠিকাদার সিদ্দিকুর রহমানকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও পাওয়া যায় নাই।

পরিবেশগত ছাড়পত্রে বাংলাদেশের অবস্থান

উন্নত দেশের গতিধারায় এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে বিভিন্ন কল-কারখানা, ইটের ভাটা, স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার স্থাপনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র আবশ্যক।

গত শনিবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে শহরের বাস্তু সংস্থানের উপর বায়ু এবং শব্দ দূষণের প্রভাব শিরোনামে এক ভার্চুয়াল সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। বাপা ও বায়ুমন্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস), স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে এ ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সুলতানা কামাল বলেন, “প্রকৃতি আমাদেরকে তার সবকিছু উজাড় করে আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছে অথচ আমরা প্রকৃতিকে সমুলে উজাড় করে দিচ্ছি।” সম্প্রতি সরকারের কিছু প্রকল্পের ছাড়পত্র দেওয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর মন্ড়ব্যের বিষয়ে তিনি বলেন, “জনস্বাস্থ্য পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর যে কোনো প্রকল্প যেন সামনে না এগিয়ে যায়, সে জন্য সময়মত পরিবেশগত ছাড়পত্র/অনুমতি প্রদান কিংবা না প্রদানের সিদ্ধান্ড় দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।”

কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে না পেলে তাদের মৌনতা সম্মতির লক্ষণ হিসেবে ধরে নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত মঙ্গলবার একনেক সভায় প্রধানমন্ত্রী এমন নির্দেশনা দেন বলে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান জানিয়েছেন।

ওয়েবিনারে পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহা পরিচালক মো. হুমায়ুন কবীর বলেন, দীর্ঘদিন ধরে প্রকৃতিকে ধ্বংসের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এখনই তা বন্ধ করতে হবে। এ নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করছে বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, “শব্দ ও বায়ুদূষণ বর্তমানে অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেছে। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে মানুষের মাঝে গনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন।” পরিবেশ অধিদপ্তর বিআরটিসি, বিআরটিএ এবং দেশের সব সিটি কর্পোরেশনকে তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শব্দ ও বায়ুদূষণের বিষয়টি রাখার অনুরোধ জানান তিনি।

বাপার সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (আইইডিসিআর) সাবেক পরিচালক ও বাপার পরিবেশ স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচির আহ্বায়ক এ এম জাকির হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক মো. কামরুল হাসান, ওয়ান হেলথ মুভমেন্ট বাংলাদেশের জাতীয় সমন্বয়ক নীতিশ চন্দ্র দেবনাথ, স্টামফোর্ড ইউনির্ভাসিটির পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ একাডেমিক উপদেষ্টা গুলশান আরা লতিফা, বাপার যুগ্ম সম্পাদক ও স্টামফোর্ড বায়ুমন্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের (ক্যাপস) পরিচালক অধ্যাপক আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার

ভারতের ভ্যারিয়েন্ট দেশে এসেছে, স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবেঃ

-স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, টিকা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু একজন মানুষের সুরক্ষা হয় না, আরও এক মাস সময় লাগে। ভারতে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট আমাদের দেশেও এসেছে। এর সংক্রমণের ক্ষমতা ৫০ ভাগের বেশি। কাজেই এই সময়টা আমাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে, নিজেদের রক্ষা করতে হবে, পরিবারকে রক্ষা করতে হবে, দেশকে রক্ষা করতে হবে। শুক্রবার (১৮ জুন) দুপুরে মানিকগঞ্জ গড়পাড়া নিজ বাসভবনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি এ সব কথা বলেন।
জাহিদ মালেক স্বপন বলেন, দেশে টিকা কর্মসূচি এখনও পুরোপুরিভাবে চালু করতে পারিনি। আমরা আশা করছি খুব শিগগিরই টিকা পেয়ে যাবো। চীন ও রাশিয়ার কাছ থেকে টিকা পাবো এবং ভারতের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে সেখান থেকেও পাবো। কিন্তু এখনও তা পাওয়া যায়নি। টিকা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু একজন মানুষ সুরক্ষা হয় না, তারও এক মাস সময় লাগে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর বঙ্গের হাসপাতাল করোনা রোগীতে ভরে গেছে। রোগীদের সামাল দেওয়া কঠিন হচ্ছে। আমরা চাই না ঢাকা ও দেশের অন্যান্য জেলাগুলো এই সমস্যা দেখা দেখ। দেশে যখন করোনা নিয়ন্ত্রণে ছিল, তখন সারা দেশের হাসপাতালে ১৫শ্বর মতো রোগী ছিল। সংক্রমণ বাড়ায় বর্তমানে সারা দেশে ৪ হাজারের মতো রোগী হাসপাতালে ভর্তি আছে এবং প্রত্যেক দিন প্রায় ৪ হাজারের কাছে নতুন রোগী আক্রান্ত হচ্ছে। বর্তমান এই হারে যদি রোগী বাড়ে, তাহলে হাসপাতাল গুলোতে করোনা রোগীদের জায়গা দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক আরও বলেন, যেসব দেশে করোনা নিয়ন্ত্রণে নাই বা ছিল না সেসব দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের অর্থনীতি এখনো ভালো আছে। এখনো লোকজন কাজ করছে।

কিন্তু করোনা যদি বৃদ্ধি পেয়ে যায়, তাহলে যে লকডাউন হচ্ছে, আরো লকডাউন যদি দিতে হয়, যানবাহনে যদি লকডাউন দিতে হয়, তাহলে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ড় হবে। এ কারণেই সবাইকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে কাজ করতে হবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ইসরাফিল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আফসার উদ্দিন সরকার, সাটুরিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক
আফাজ উদ্দিন, বালিয়াটি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান রুহুল আমীন, ধানকোড়া ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল রউফ, সাটুরিয়া ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন পিন্টু, তিলি ইউপি চেয়ারম্যান মোরসালিন বাবু প্রমুখ।

জিআই পণ্য হলো রংপুরের শতরঞ্জি ও রাজশাহীর সিল্ক

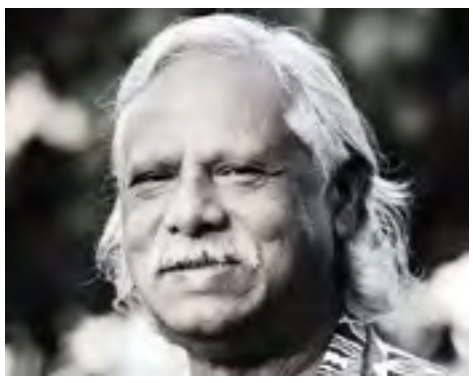

ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে রংপুরের শতরঞ্জি। এ ছাড়াও জিআই পণ্য হিসেবে ঢাকাই মসলিন, রাজশাহীর সিল্ক, বিজয়পুরের সাদামাটি, দিনাজপুরের কাটারিভোগ ও কালিজিরা চাল সনদপত্র পেয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

এ সময় ঢাকাই মসলিনের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. শাহ আলম, রংপুরের শতরঞ্জির জন্য বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) চেয়ারম্যান মোশতাক হাসান, রাজশাহী সিল্কের জন্য বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক আবদুল হাকিম, বিজয়পুরের সাদামাটির জন্য নেত্রকোণা জেলা প্রশাসক কাজী মো. আবদুর রহমান এবং দিনাজপুরের কাটারিভোগ ও কালিজিরা চালের জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউশনের (ব্রি) মহা পরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীরের হাতে সনদপত্র তুলে দেওয়া হয়। রাজধানীর অফিসার্স ক্লাবে ডিপিডিটি উদ্যোগে আয়োজিত্তজাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে মেধা সম্পদ সেমিনার এবং বিশ্ব মেধা সম্পদ দিবস ২০২১ অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বিসিক চেয়ারম্যান মো. মোশতাক হাসানের হাতে এই স্বীকৃতির সনদ তুলে দেন।

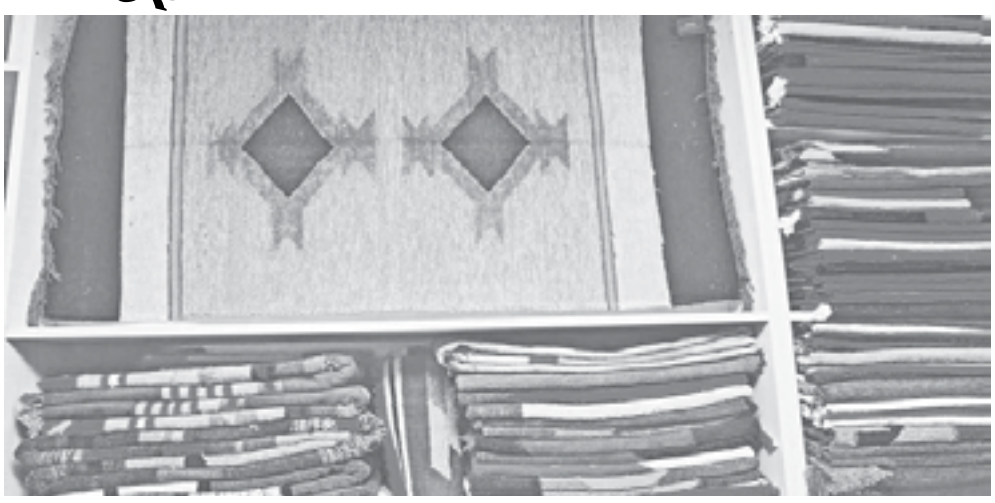

জিআই পণ্য হিসেবে রংপুরের শতরঞ্জি নিবন্ধনের জন্য ২০১৯ সালের ১১ জুলাই বিসিক পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদফতরে আবেদন করে। ২০২০ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ ফর্মস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অফিস এ রংপুরের শতরঞ্জির জার্নাল প্রকাশিত হয় এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে শতরঞ্জির ভৌগোলিক নির্দেশক সনদ দেয় ডিপিডিটি।
এর আগে বাংলাদেশের প্রথম ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য জামদানিও বিসিক কর্তৃক ২০১৬ সালে নিবন্ধিত হয়। শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার।

ডিপিডিটির রেজিস্ট্রার আবদুস সাত্তার বলেন, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদফতর স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ছয় হাজার ২১টি পেটেন্ট সনদ, ১৮ হাজার ৪৯৮টি ডিজাইন সনদ এবং ৬২ হাজার ৬০৯টি ট্রেডমার্কস নিবন্ধন সনদ প্রদান করেছে। আর জিআই সনদ প্রদান করেছি ৯টি পণ্যের।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা সরকারের বড় ভুল

- ডা. জাফরুল্লাহ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে জাতিকে মেরুদন্ডহীনকরা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, এই সরকারের সবচেয়ে বড় ভুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নেবে কিন্তু হল খুলবেন না, এর থেকে বড় ভুল হতে পারে? গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক মানববন্ধনে তিনি এসব কথা বলেন।

শিক্ষক-কর্মচারী-অভিভাবক ফোরাম এ কর্মসূচির আয়োজন করে। ডা. জাফরুল্লাহচৌধুরী বলেন, সংসদে আজ পরীমণি নিয়ে আলোচনা হয় কিন্তু শিক্ষা নিয়ে একটা কথাও হয় না। এই লজ্জা আমরা কোথায় রাখি? এই ভুলের সংশোধন কীভাবে হবে? এই ভুলের সংশোধন তারা (সরকার) করবে না। বর্তমান সরকার বিনা ভোটের সরকার, ভোট ডাকাতির সরকার। এই সরকারের সব সিদ্ধান্ত ভুল হবে, এটায় স্বাভাবিক। আজ সবকিছু খোলা। বাজার খোলা, ব্যাংক খোলা, অফিস খোলা। শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ। তিনি আরও বলেন, আগে গ্রামের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা পেত। আমাদের আমলে ঢাকা মেডিকেল কলেজে মাত্র আটজন ঢাকা শহরের ছিলাম। বাকি সবাই গ্রাম থেকে এসেছিল। তারা আমাদের থেকে পরীক্ষায় ভালো করতেন। আজ সেই সুযোগ নেই।

নেতানিয়াহুর অবসান, ইসরায়েলে নতুন প্রধানমন্ত্রী নাফতালি

দীর্ঘ ১২ বছর শাসন করার পর ক্ষমতা হারালেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।

দেশটির নবগঠিত জোট সরকার সংসদের অনুমোদন পাওয়ায় তার বিদায় ঘটল। ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী জামিনা পার্টির নাফতালি বেনেট তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। জোট গঠনের শর্ত হিসেবে বেনেট ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এরপর পরবর্তী দুই বছরের জন্য তিনি মধ্যপন্থী ইয়েস আতিদ পার্টির জাইর লাপিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

নাফতালি বেনেট দেশটির সংসদে মাত্র ১ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। তার পক্ষে ৬০ এবং বিপক্ষে ৫৯ ভোট পড়ে। তবে তাকে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ডান, বাম ও মধ্যমপন্থী, সব ধারার দল নিয়ে গঠিত জোটকে টিকিয়ে রাখতে হবে।

ইসরায়েলের নতুন জোট সরকারে মোট আটটি দল রয়েছে। এর মাঝে ফিলিস্তিনপন্থী দলও রয়েছে। নেতানিয়াহু ছিলেন ইসরায়েলে এ সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনীতিক। তবে তিনি গত ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সরকার গঠন করতে ব্যর্থ হন।

৭১ বছর বয়সী এ রাজনীতিবিদ তার কট্টর সমর্থকদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয় হলেও তার সমালোচকদের কাছে নিন্দিত। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলার বিচার চলছে। তিনি যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, তবুও সবকিছু পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

নেতানিয়াহু ১৪তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৯৬ সালে প্রথমবার ক্ষমতায় আসেন। এরপর ১৮তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ২০০৯-২০২১ সাল পর্যন্ত টানা ১২ বছর ইসরায়েলকে শাসন করেন।

ABDULLA JUMAA
We are professionals in below activities & fields:
CCTV work · Installation & Maintenance · Painting Contacting
Electromechanical equipment installation & Maintenance
Air-conditioning, Ventilation's & Air filtration systems · Floor & wall tiling
Electrical & Plumbing work · Interior Design & Decorations
Plaster & Cladding work · Wall paper fixing · Building Cleaning Service
Yearly Building maintenance service
Email: elbmcd@gmail.com, Cell: +971 52 8636001, UAE

চিলেকোঠার রহস্যের ছোঁয়া

লেখকঃ নুসরাত জাহান তুলি

পর্ব-৪

বইটিতে লিখা ছিল,
আমার নাম চুমকি। এ বাড়িতে আমার বাবা আমার যখন তিন মাস বয়স চলে তখন রেখে গিয়েছিলো। এই বাড়িটি দেবাশীষ সেন তৈরি করেছিলেন। আমি যখন এই বাড়িতে এসেছি তখন এখানে ছিল দেবাশীষ সেন এবং তার মা স্বরূপা সেন ও দেবাশীষ সেনের ছেলে অনিল সেন আর ছিল পূজা দিদি, লোকমান ও আমি। দেবাশীষ সেনের স্ত্রী অনেক আগেই মারা গিয়েছিল। তখন খুব সুখী একটি পরিবার ছিল। দেবাশীষ সেন প্রায়ই দিলিতে যেতেন ব্যবসার কাজে। স্বরূপা সেন অর্থাৎ ঠাম্মা খুবই ভালো মনের মানুষ ছিলেন। তখন এখানে আমার সঙ্গিনী ছিল পূজা দিদি।
পূজা দিদি এই বাড়ীতে কাজ করতেন। আমি সব সময় পূজা দিদির কাছেই থাকতাম। অনিল দাদা তখন পড়াশোনা করতেন।
তবে অনিল দাদা সবসময় একা থাকতেই পছন্দ করতেন। আমরা সবাই একসাথে একই ছাদের নিচে হাসিখুশি ভাবে জীবন পার করতে লাগলাম। এভাবে কেটে গেল সাতটি বছর। একদিন আমি ঠাম্মা ও পূজা দিদি বসেছিলাম। ঠাম্মা আমাদের গল্প বলছিলেন। তখন হঠাৎ করে দেবাশীষ সেন আসলেন এবং ঠাম্মাকে বললেন যে,

দেবাশীষ সেনঃ মা, আমার শরীরটা ভাল নেই। কিছুদিন ধরে অনেক দুর্বল মনে হয়। কখন তোমাদের ছেড়ে হঠাৎ দুনিয়া থেকে চলে যাই তা বলা যায় না।

স্বরূপা সেনঃ কি বলিস বাবা, এসব কথা মুখে আনতে নেই। তুই আরো অনেক বছর বেঁচে থাকবি এই আশীর্বাদ করি।

দেবাশীষ সেনঃ মা, ভাবছিলাম যে এই গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সা দিয়ে কি হবে। আমার যেই সম্পত্তি আছে তা আমার পরে আরো দশ পিড়িও যদি ভোগ করে তাও কোনো কমতি হবে না।

স্বরূপা সেন" তুই কি করার কথা ভাবছিস? এত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে না বলে, আসল কথাটা বল।

দেবাশীষ সেন: ইয়ে মানে, ভাবছিলাম যে এই বাড়িটি সহ আমার অর্ধেক সম্পত্তি আমি জেনারেল অ্যাসোসিয়েশনের নাম করে দিব। এই কোম্পানি আমার সাথে অনেক আগেই কথা বলছিল। তারা এই বাড়িটি ভেঙে শিশুদের আশ্রয়ের স্থান তৈরি করতে চান।
স্বরূপা সেন: হঠাৎ করে এমন টি করার কারণ কি?
দেবাশীষ সেনঃ হঠাৎ করে না মা। আমি অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম। এই কোম্পানি যখন আমাকে প্রস্তাবটা দেয় তখন থেকেই আমি এটা নিয়ে ভাবছিলাম। ওরা আমার সম্পত্তি দিয়ে অসহায় মানুষের সাহায্য করবে। আর এই কাজে আমি ওদের সাহায্য করতে চাই। ওরা অবশ্য এর পরিবর্তে আমাকে টাকা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি ভেবেছি আমি ওদের কাছ থেকে টাকা নেব না।
স্বরূপা সেনঃ যাক, অবশেষে আমার ছেলেটা একটা ভালো কাজ করতে চলেছে।
দেবাশীষ সেন: আশীর্বাদ করো মা যেন আমি মৃত্যুর আগে ভালো কিছু করে যেতে পারি।
স্বরূপা সেনঃ তাতো করিই বটে। ওটা কি আর বলা লাগে।
তারপর দেবাশীষ সেন সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলেন তখন ঐ সময় সেখানে অনিল দাদা আসলো।
অনিলঃ বাবা, তুমি যা বলেছিলে এতক্ষণ আমি সবই শুনেছি। এটা তুমি কি করে ভাবতে পারলে।
দেবাশীষ সেন: কেনো বাবা এতে কি সমস্যা?
অনিলঃ বাবা, এই সম্পত্তি তুমি কিভাবে অন্যের হাতে তুলে দিবে। এই সম্পত্তির উত্তরাধিকার আমি।
দেবাশীষ সেনঃ আমার সম্পত্তির অর্ধেক আমি দান করব। আর অর্ধেক তোমার নাম করে দিব।
অনিল দাদা আর কিছু না বলে সেখান থেকে চলে গেল। সেখানে লোকমান চাচ্চু, পূজা দিদি ও আমি চুপ করে তাদের কথা শুনছিলাম। এরপর থেকে প্রায়ই এই বিষয়টি নিয়ে দেবাশীষ সেন ও অনিল দাদার মাঝে কথা কাটাকাটি হতো। আস্তে আস্তে বাবা ও ছেলের মাঝে দূরত্ব শুরু হতে লাগলো। আর অনিল দাদার মধ্যে দিন দিন সম্পত্তির লোভ বেড়েই চলল। সে কিছুতেই মানতে পারছিল না যে, তার বাবা এতগুলো সম্পত্তি কিভাবে অন্যদের দিয়ে দিবে।

কাকাই

পর্ব-১

-বিকাশ দাস

অনেকদিনের ঘটনা। প্রায় চোদ্দ বছরের বেশি হবে। এখনও মনে পড়লে শরীর শিউরে যায়। আমি তখন কলেজের সেকন্ড ইয়ারে সাইন্স নিয়ে পড়ি। মোহনা উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছে। মোহনা আমাদের কয়েটা বাড়ির পরেই থাকতো। দুই পরিবারের মধ্যে বেশ যাওয়া আসা ছিলো। পুজো পার্বণে দুই পরিবার মিলে বেশ হইহুলোর করতাম। আমার বাবা আর মোহনার বাবা একই অফিসে চাকরি করতো। মোহনা আর আমার মধ্যে যে একটা আলাদা সম্পর্ক ছিলো সেটা কেউ জানতো না। শুধু আমার মেজো কাকা একটু আধটু আঁচ করতে পেরেছিলো। আমরা সবাই মেজো কাকাকে কাকাই বলে ডাকতাম। বিয়ে থা করেনি। আমাদের সঙ্গেই থাকতো। সব সময় নিজের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। খুব মেধাবী ছাত্র ছিলো। অঙ্ক নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি। গোল্ড মেডিলিস্ট। কাকাই বাবাকে যমের মতো ভয় পেতো। আমার বাবাই অভাবের মধ্যে কাকাইকে এতদূর নিয়ে এসেছিলো।

কাকাই আমাদের কলেজে অঙ্ক পড়াতো। ওর ক্লাস কেউ কোন দিন মিস করতাম না। খুব গুছিয়ে পড়াতো। অঙ্কের ট্রিঙ গুলো খুব সহজে বুঝিয়ে দিতো পারতো। কাকাই কলেজে খুব পোপুলার ছিলো। কাকাইকে সবাই এক কথায় চিনতো।
আমার আর মোহনার প্রেমের ব্যাপারে কাকাই বুঝতে পেরেছিলো বলে মাঝে মধ্যে আমাদের এক সাথে দেখলে টুকটাক ইয়ার্কি করতো। কাকাই সকলের সঙ্গে খুব সহজে মিশে যেতো। ছোটো বড় সবাই মেজো কাকাকে কাকাই বলে ডাকতো।

আমার মেজো কাকা সকলের 'কাকাই' বলে পরিচিত ছিলো। সকলের সাথে একবারে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতো। কারোর কিছু জানার থাকলে কলেজের স্টুডেন্টস হোক, পাড়ার কেউ হোক নিঃসঙ্কোচে কাকাইর কাছে চলে আসতো। কাকাই বাড়িতে থাকলে ছেলে মেয়েদের এক ছোটো খাটো ভিড় লেগেই থাকতো। বিশেষ করে ছুটির দিনগুলো। এই সুযোগে মোহনা আমাদের বাড়িতে রোজই আসতো। আমারও মোহনার সাথে দেখা হয়ে যেতো। ফাঁকে ফাঁকে কথাবার্তা হতো। আমার মা মোহনাকে খুব স্নেহ করতেন। মোহনার মা ও আমাকে খুব পছন্দ করতেন।

আমাদের বাড়ি থেকে গঙ্গা খুব একটা দূরে ছিলোনা বলে আমি আর মোহনা সন্ধ্যের দিকে প্রায় গঙ্গার ধারে বেড়াতে চলে আসতাম। গঙ্গার পারে বসে আগে কি করবো এইসব নিয়ে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হতো। সমস্যা ছিলো আমাদের সম্পকের ব্যাপারে, বিয়ে করার ব্যাপারে কথাগুলো কি করে একদু'জনের ঘরে জানায়। মোহনা প্রায় বলতো চলো কাকাইকে জানায়। উনি নিশ্চয় কোন না কোন উপায় বার করে দেবেন। আমরা দু'জনেই কাকাইকে খুব ভরসা করতাম। মনের কথা খুলে বলতে দ্বিধা হতোনা। বাড়িতে আমার যতো আবদার কাকাইর উপরেই ছিল। বলতে গেলে আমাদের পরিবারের বেশির ভাগ খরচটা কাকাই বহন করতো। বাবাকে খুব সম্মান করতো। বাবা কাকাইর কাছে ঈশ্বরের মতো ছিলো। বাবার মুখের উপর একটাও কথা বলতে পারতোনা। আমার মা কাকাই যা যা খেতে ভালোবাসতো সেই পদ গুলো বেশি করে রান্না করতেন। কাকাইকে যত্ন করে খাওয়াতেন।

ইতিমধ্যে একদিন কাকাই আমাদের হাতেনাতে ধরে ফেলে। আমরা গঙ্গার পাড়ে বসে হাতে হাত রেখে প্রেম করছি। কাকাই পেছন থেকে আমাদের কাঁধে হাত রেখে একটু ঝাঁকিয়ে বলে কি ভাইপো প্রেম করছো? করো করো । এইতো প্রেমের বয়স। পরে হয়তো আর সুযোগ পাওয়া যাবে না। চালিয়ে যাও। কিন্তু মনে রেখো পড়াশোনায় কোন গাফিলতি রাখবেনা।

আমরাতো ভয়ে জবুথবু। কাকাই তুমি এখানে? না কাকাই । আমারা গল্প করছিলাম। তুমি কি যে বলো? কাকাই হেসে বলে গল্পতো ঘরেও করতে পারো। সত্যি করে বলতো তোমাদের আল্টিমেট কি ইচ্ছে। বিয়ে থা করে সংসার করবে না বন্ধুর মতো থেকে যাবে। না আমার মতো চিরকুমার থেকে যাবি? আমরা চুপ করে ছিলাম। কিছু বলতে পারছিলাম না।

কাকাই বলে, দ্যাখো বাবু তোমাদের প্রেম যদি সত্যি হয় তাহলে আমি হেল্প করতে পারি। বড়দা বৌদিকে বলে ম্যানেজ করতে পারি। আগে তোমরা ঠিক করে নাও কি করবে।

আমি খুব সাহস করে বললাম কাকাই মাকে বলে আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দাওনা। বাবা বোধহয় মানবেনা। তোমাকেই সব ব্যবস্থা করতে হবে।
কাকাইর সাথে আমাদের প্রেমের কথা শেয়ার করে মন অনেকটা হালকা হলো। জানি কিছু করতে পারলে কাকাই করতে পারবে। কাকাইর লোকবল আছে।
কাকাই আমাদের অভয় দিয়ে বলে ঠিক আছে দেখি কি করা যায়। (বাকীটা ২য় পর্বে...)

নিয়মিত কলাম

ইসলাম কি বলে?

জুমার নামাজের গুরুত্ব

- হাফেজ মাহমুদুর রশিদ

একজন মুসলমানের এই সংক্ষিপ্ত দুনিয়াবী জীবনে পবিত্র জুমার দিনের গুরুত্ব অতন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। আর জুমা শব্দটি আরবী। অর্থ-একত্রিত হওয়া, সম্মিলিত হওয়া, কাতারবদ্ধ হওয়া। যেহেতু সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন শুক্রবারে প্রাপ্তবয়স্ক মুমিন-মুসলমান একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই স্থানে একত্রিত হয়ে জামাতের সাথে সে দিনের জোহরের নামাজের পরিবর্তে এই নামাজ ফরজ রূপে আদায় করে, সে জন্য এই নামাজকে 'জুমার নামাজ' বলা হয়। সময় একই হলেও জোহরের সাথে জুমার নামাজের নিয়মগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। জুমার দিন হলো সাপ্তাহিক ঈদের দিন। সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন। ইসলামে এ দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক। পবিত্র কোরআনের নির্দেশ, জুমার আজান হলেই বেচাকেনা বন্ধ করে দাও, আলাহর স্মরণে চলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দিনের বিপুল ফজিলত বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন আমলেরও নির্দেশ দিয়েছেন।

জুমা যেভাবে এলো : প্রথম হিজরি। নবী (সঃ) মক্কা ছেড়ে মদিনা গেলেন। নবী (সা.)-এর মদিনায় পৌঁছার দিনটি ছিল (শুক্রবার)। সেদিন তিনি বনি সালেম গোত্রের উপত্যকায় গেলে জোহর নামাজের সময় হয়। সেখানে তিনি জোহর নামাজের পরিবর্তে জুমার নামাজ আদায় করেন। এটাই ইতিহাসের প্রথম জুমার নামাজ। তবে আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় আরো পরে।

রাসুলুল্লাহ (সঃ) মদিনায় যাওয়ার পর এবং জুমার নামাজ ফরজ হওয়ার আগে একবার মদিনার আনসার সাহাবিরা আলোচনায় বসেন। তারা বললেন, ইহুদিদের জন্য সপ্তাহে একটি দিন নির্দিষ্ট রয়েছে, যে দিনে তারা সবাই একত্র হয়। নাসারারাও সপ্তাহে একদিন একত্র হয়।

সুতরাং আমাদের জন্য সপ্তাহে একটি দিন নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যে দিনে আমরা সবাই সমবেত হয়ে আলাহকে স্মরণ করব, নামাজ আদায় করব। অতঃপর তারা আলোচনায় বললেন, শনিবার ইহুদিদের আর রোববার নাসারাদের জন্য নির্ধারিত। অবশেষে তারা শুক্রবারকে গ্রহণ করলেন এবং তারাই এদিনকে জুমার দিন নাম করণ করলেন। (সিরাতুল মুস্তাফা ও দারসে তিরমিযি)

কোরআনে জুমার দিনঃ জুমার দিন ও জুমার নামাজের গুরুত্ব স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও কোরআনে তুলে ধরেছেন। জুমার নামাজ আদায়ের ব্যাপারে ইরশাদ করেন, হে মুমিনগণ! জুমার দিনে যখন নামাজের আজান দেওয়া হয়, তোমরা আলাহর স্মরণে দ্রুত চলো এবং বেচাকেনা বন্ধ করো। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ। অতঃপর নামাজ শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ খোঁজ করো ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সুরা জুমা, আয়াত -৯, ১০)

হাদিসে জুমার দিন : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অজু করল, অতঃপর জুমা পড়তে এলো এবং মনোযোগসহকারে নীরব থেকে খুতবাহ শুনলো, সে ব্যক্তির এই জুমা ও (আগামী) জুমার মধ্যেকার এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের (ছোট) পাপসমূহ মাফ করে দেওয়া হলো। আর যে ব্যক্তি (খুতবাহ চলাকালীন সময়ে) কাঁকর স্পর্শ করল, সে অনর্থক কাজ করল। (অর্থাৎ সে জুমার সওয়াব ধ্বংস করে দিল।) (মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ-এর নামাজ অধ্যায়)

জুমার নামাজের বিধানঃ শুক্রবার জুমার নামাজকে ফরজ করা হয়েছে। জুমার দুই রাকাত ফরজ নামাজ ও ইমামের খুতবাকে জোহরের চার রাকাত ফরজ নামাজের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। হজরত তারেক ইবনে শিহাব (রা.) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, রাসুলুলাহ (সঃ) বলেছেন, ক্রীতদাস, মহিলা, নাবালেগ বাচ্চা ও অসুস্থ ব্যক্তি এই চার প্রকার মানুষ ছাড়া সব মুসলমানের ওপর জুমার নামাজ জামাতে আদায় করা অপরিহার্য কর্তব্য (ফরজ)। (আবু দাউদ, হাদিস নং- ১০৬৭) ।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে বলা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়া জুমার নামাজ বর্জন করবে, তার নাম মুনাফিক হিসেবে এমন দপ্তরে লিপিবদ্ধ হবে, যা মুছে ফেলা হবে না এবং পরিবর্তনও করা যাবে না। (তাফসিরে মাজহারী, খন্ড- ৯, পৃষ্ঠা-২৮৩) ।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এ মর্মে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) যে সমস্ত লোক জুমার নামাজ থেকে দূরে থাকে (পড়ে না) তাদের সম্পর্কে বলেছেন, নিশ্চয়ই আমার ইচ্ছা হয় যে আমি কাউকে নামাজ পড়ানোর আদেশ করি, সে মানুষকে নামাজ পড়াক। অতঃপর যে সমস্ত লোক জুমার নামাজ পড়ে না, আমি তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিই। (মুসলিম, হাদিস নং- ৬৫২)।

বিশেষ আমলঃ জুমার দিনের সীমাহীন ফজিলত রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বিভিন্ন হাদিসে এসব ফজিলতের কথা তুলে ধরেছেন। বুখারি শরিফের হাদিসে রয়েছে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোনো পুরুষ যখন জুমার দিন গোসল করে, সাধ্যমতো পবিত্রতা অর্জন করে, তেল ব্যবহার করে বা ঘরে যে সুগন্ধি আছে তা ব্যবহার করে, তারপর (জুমার জন্য) বের হয় এবং (বসার জন্য) দুই জনকে আলাদা করে না, এরপর সাধ্যমকো নামায পড়ে এবং ইমাম যখন কথা বলে তখন চুপ থাকে, তাহলে অন্য জুমা পর্যন্ত তার (গুনাহ) মাফ করা হয়। পরিশেষে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জুমার দিনের আমলসমূহ সঠিকভাবে আদায় করার তাওফিক দান করুন। আজকের জুমার নামাজের পরে বিশ্বের সকল নির্যাতিত মুসলমানের জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করবো। জুমার দিনের নামাজ যেন আমরা সবাই আল্লাহর ঘরে গিয়ে সুস্থ শরীর ও মন নিয়ে আদায় করতে পারি সেই তাওফিক আল্লাহ দান করুন। আমীন।

****

বদলে যাবে মিরপুর চিড়িয়াখানা, আসছে মহাপরিকল্পনা

মানুষের বিনোদনের জন্য খাঁচাবন্দি বন্যপ্রাণী প্রদর্শন- ঝেড়ে ফেলা হবে চিড়িয়াখানার সেকেলে এই ধারণা। প্রাণীরা থাকবে, তবে তাদের বিচরণ ক্ষেত্র হবে এমন একটি মুক্ত পরিবেশে, যাতে মানুষর নিরাপদ দূরত্বে থেকে তাদের দেখতে পায়।

এমন সম্ভাবনা সামনে রেখেই মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানার খোলনলচে বদলে ফেলার মহা পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে।

মিরপুর চিড়িয়াখানার পরিচালক আব্দুল লতিফের ভাষ্য, চিড়িয়া খানাটা এখনও চলছে ১৯৫০ সা-লের ভাবনাকে সঙ্গী করে, যা এখন বিশ্বে বদলে গেছে।

"এখন থিম হচ্ছে, প্রাণীগুলা মনে করবে যেন একটা ফ্রি জোনে আছে। মানুষও মনে করবে একটা ফ্রি জোনে আছে। ফ্রি জোনে থাকার কারণে মনে হবে বনের মধ্যেই আছে।"

মহাপরিকল্পনার আওতায় চিড়িয়াখানাকে ভাগ করা হবে পাঁচটি জোনে। বাংলাদেশকেন্দ্রিক প্রাণীদের বাংলাদেশ হ্যাবিটেট জোন, আফ্রিকার প্রাণীদের আফ্রিকান হ্যাবিটেট, আর যেসব প্রাণী বাড়িতে পোষা হয়, সে ধরনের প্রাণীদের জন্য আলাদা একটি জোন করা হবে। বাচ্চাদের খেলাধুলার জন্য রাখা হবে অ্যাকটিভ জোন, আরেকটি জোন থাকবে নিশাচর প্রাণীদের জন্য।

নাইট সাফারি জোন চালু থাকবে সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত। সেজন্য আলাদা টিকেটের ব্যবস্থাও থাকবে। আব্দুল লতিফ জানালেন, নতুন ব্যবস্থায় অবাধে বিচরণ করতে পারবে প্রাণীরা, থাকবে না কোনো খাঁচা।

"পেছনে বৈদ্যুতিক পরিবেষ্টনী থাকবে, তা দেখা যাবে না। লতাপাতা, গাছ দিয়ে সেটা ঢাকা থাকবে। কোথাও পানির ফোয়ারা থাকবে। এসব প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী ভেদ করে দর্শকও প্রাণীদের কাছে যেতে পারবে না, প্রাণীরাও এদিকে আসতে পারবে না।

মহামারীর অবসরে অনেক সুখবর চিড়িয়াখানায় ত্রাস হয়ে ওঠা করোনাভাইরাস মানুষের বিনোদনের সুযোগ কেড়ে নিলেও ঢাকায় জাতীয় চিড়িয়াখানার বাসিন্দাদের দিয়েছিল সাত মাসের স্বস্তি; সেই অব-সরের সুফল এখন মিলছে বিভিন্ন প্রাণী পরিবারে নতুন অতিথির আগমনের খবরে।

জাতীয় চিড়িয়াখানার পরিচালক আবদুল লতিফ জানান, মহামারীর সময়টায় বিভিন্ন প্রাণীর ১২০টি শাবকের জন্ম হয়েছে, যার মধ্যে চারটি জন্মেছে সম্প্রতি।

"চিড়িয়াখানা বন্ধ থাকার কারণে পশুপাখির উপকার হয়েছে, ইমিউনিটি বেড়েছে। খাবার ভালো দিতে পেরেছি, পরিচর্যা ভালো হয়েছে। ওই সময় প্রাণিরা গর্ভধারণ করায় এখন তারা সন্তান প্রসব করছে।"

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বাড়তে শুরু করলে গত বছর ২০ মার্চ বন্ধ করে দেওয়া হয় জাতীয় চিড়িয়াখানা। সংক্রমণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলে ১ নভেম্বর শর্তসাপেক্ষে দর্শনার্থীদের জন্য আবার খুলে দেওয়া হয়।

চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গত ৪ ফেব্রুয়ারি এবং ১১ মার্চ একটি করে ঘোড়া, ২ মার্চ একটি জলহস্তি ও ৫ মার্চ একটি জেব্রা শাবক জন্ম নিয়েছে।

এরআগে গত বছর একটি জিরাফ, দুটি জলহস্তি, ১৮টি চিত্রা হরিণ, একটি মায়া হরিণ, একটি ঘোড়া, দুটি ইম্পালা, দুটি গাধা, একটি কমন ইল্যান্ড. ২৩টি ময়ূর, ১৩টি ইমু, ৩০টি বক, সাতটি ঘুঘু ও ১৫টি কবুতরসহ ১১৬টি শাবক জন্ম নেয়।

মিরপুরে ১৮৬ একরের চিড়িয়াখান-ায় নতুন-পুরানো মিলিয়ে এখন দুই হাজার ৮২০টি প্রাণী রয়েছে।

অনেক শাবক জন্মালেও মহামারীর কারণে বাইরে থেকে নতুন প্রাণী আনা সম্ভব হয়নি বলে জানান চিড়িয়াখানার পরিচালক।

তিনি বলেন, "কোভিডের কারণে ২ কোটি টাকার দরপত্র বাতিল করে দিতে হয়েছে। প্রাণী এখন কেনা যাচ্ছে, কিন্তু আনার ব্যবস্থা নেই।"

দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে নতুন প্রাণী আনার পরিকল্পনা রয়েছে জানিয়ে আবদুল লতিফ বলেন, চারটি লটে এক জোড়া করে কমন ইল্যান্ড, শিম্পাঞ্জি, ক্যাঙ্গারু, কালো ভালুক, চশমা বানর, আফ্রিকার

সিংহসহ আট ধরনের প্রাণী আনার কথা ভাবছেন তারা।

চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখা যায়, অবকাঠামোর উন্নয়ন কাজ চলছে। এক মাসের মধ্যে এসব কাজ শেষ হবে জানিয়ে আবদুল লতিফ বলেন, "গণ্ডার, ময়ূর আর হাতির জন্য নতুন শেড করছি। বাঘ ও সিংহের খাঁচার সংযোগ পথও নির্মাণ করা হচ্ছে।"

পরিচালক জানালেন, করোনাভাইরাসের সংক্রমণের শঙ্কা দূর না হলেও এখন দর্শনার্থী সমাগম হচ্ছে স্বাভাবিক সময়ের মতই।

সাপ্তাহিক খোলার দিনগুলোতে সাধারণত ৮ থেকে ১০ হাজার এবং ছুটির দিনে ২০ থেকে ৩০ হাজার দর্শনার্থীর সমাগম হচ্ছে বলে জানান তিনি।

মঙ্গল থেকে ফেরা হবে না ১৮ বছরের এলিজার!

মার্কিন কিশোরী এলিজা কারসন কিছুদিন আগেই মঙ্গলগ্রহ অভিযানে যোগদান করার ইচ্ছাপ্রকাশ করে খবরের শিরোনা-মে ছিলেন। নাসার কনিষ্ঠতম এই সদস্য পৃথিবী থেকে মিলিয়ন মাইল দূরের ভিন্ন গ্রহের নাগরিক হওয়ার নেশায় মত্ত। সব কিছু অনুকূলে থাকলে এলিজা হবে ২০৩৩ সালে মঙ্গলে যাওয়া পৃথিবীর প্রথম মানুষ। নাসা বলছে, সে যেহেতু মঙ্গলে গেলে ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম তাই নাসার কাছে যৌনতা, বিয়ে বা সন্তানধারণের নিষেধাজ্ঞাপত্রতে স্বাক্ষর করতে হয়েছে তাকে।

জানা গেছে, ছোটবেলাতেই মাকে হারিয়েছেন এলিজা, তার বেড়ে ওঠা বাবার কাছেই। বাবার হাত ধরেই মাত্র ৭ বছর বয়সে এলিজার স্পেস ক্যাম্পে যাওয়া, আর সেখান থেকেই স্বপ্ন বুনতে শেখা ছোট্ট কিশোরীর। পরে ১২ বছর বয়সে এলিজা সবচেয়ে কম বয়সী হিসেবে আলবামা, কানাডার কুইবেক ও তুরস্কের ইজমিরে নাসার তিনটি ভিন্ন স্পেস ক্যাম্পে অংশ নেয়। তাকে সাহায্য করেছিলেন নাসার এক মহাকাশচারী সান্ড্রা ম্যাগনাস। মহাকাশের বেসিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি বিভিন্ন মিশন কিভাবে পরিচালিত হয়, তা শিখে নিয়েছে এলিজা।

এর আগে, এলিজার যখন ৯ বছর বয়স তখন তার সাথে দেখা হয় নাসা'র এক মহাকাশচারী সান্ড্রা ম্যাগনাসের। এই নারী মহাকাশচারী তাকে জানি য়েছিলেন ছোটবেলাতেই তিনি মহাকাশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। এই কথা ছোট্ট এলিজার চোখে মহাকাশে যাওয়ার স্বপ্ন গাঢ় ও দৃঢ় করে-ছিলো।

এলিজা জানে, সে হয়তো আর ফিরে আসবেনা এই পৃথি বীতে। আর মাত্র ১৪ বছর পরে একমাত্র নিঃসঙ্গ মানুষ হিসেবে কোটি কোটি মাইল দূরের লোহার লালচে মরিচায় ঢাকা প্রচন্ড শীতল নিষ্প্রাণ গ্রহের ক্ষীয়মাণ নীল নক্ষত্রের নিচে হারিয়ে যাবে। তবে তাতে ভীত নয় সে। পোজামের মহাকাশ গবেষক এলিজার সাহসিকতা নিয়ে বলেন, এ বয়সে মহাকাশ যানে ঘুরে বেড়ানো বা ভিন্ন গ্রহে যাওয়ার ইচ্ছা থাকাটা স্বাভাবিক। এলিজাই প্রথম ব্যক্তি হিসেবে এতো কম বয়েসে নাসার ১৪ টি দর্শনার্থী কেন্দ্র যাওয়ার এবং ঘুরে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়াও "মার্স ওয়ান" নামের এক বেসরকারি সংস্থা তাকে তাদের সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করে। কোনো ছোট খাটো স্বপ্ন এ-লজা যে দেখেনি তা সে খুব ভালোই জানে। আর এই স্বপ্নপূরণ করাও সহজ নয়, কিন্তু সে বিশ্বাস করে এই স্বপ্নপূরণ করা আবার দুঃসাধ্যও নয়। তার কথায়- 'Always Follow Your Dream and Don't let Anyone Take it From You'|

সূত্র : সংবাদ অনলাইন।

বিয়ে ছাড়াই সন্তান জন্মদানে শীর্ষে ৪টি দেশ

বিবাহবহির্ভূত সন্তান জন্মদানে ইউরোপের দেশ গুলোতে শীর্ষে রয়েছে ফ্রান্স। দেশটিতে ১০০ শিশুর মধ্যে ৬০ জনের বাবা-মা বিয়ে ছাড়াই তাদের সন্তান জন্ম দেন। পরিবার গঠন, সন্তান জন্মদান এবং লালন-পালনের জন্য বিয়ে একটি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি।

কিন্তু পশ্চিমা আধুনিক সভ্যতায় সেই ঐতিহ্য দিন দিন গুরুত্ব হ্রাচ্ছে। যার প্রমাণ মিলে পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্টেটের এক জরিপে।২০১৮ সালে ইউরোপে বিবাহবহির্ভূত সন্তান জন্ম দেয়ার হার দাঁড়ায় ৪২ শতাংশ। ২০০০ সালে এ হার ছিল ২৫ শতাংশ।

গেলো ১৮ বছরে বিয়ে ছাড়া সন্তান জন্ম দেয়ার হার বেড়েছে ১৭ শতাংশ। বর্তমানে ওই অঞ্চলের দেশগুলোতে জন্ম গ্রহণ করা শতকরা ৪২টি শিশুর বাবা-মা বিয়ে ছাড়া সন্তান জন্ম দিচ্ছেন।

ইউরোপের ২৬টি দেশের মধ্যে জরিপটি পরিচালনা করা হয়। অবাধ মেলামেশার জন্য ফরাসীরা বিয়ের সম্পর্কে জড়ায় না।এক্ষেত্রে রাষ্ট্রেরও কোনো বাধা নেই। বিয়ের পর আলাদা হতে চাইলে স্ত্রীকে সম্পদের অর্ধেক দিতে হয়। সন্তান থাকলে আরো বেশি। সন্তান তার মায়ের কাছে থাকার আইনি অধিকার পায়। এ কারণে সন্তান জন্মদানে সক্ষম-তা থাকা অবস্থায় বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠে কম। ফ্রান্সের পরই আছে বেলজিয়াম।

সেখানে ৫৮ দশমিক ৫ দশমিক শিশুর মা-বাবা পরস্পর স্বামী-স্ত্রী নয়। স্লোভেনিয়া ও পর্তুগালে এ হার ৫৭ দশমিক ৭ এবং ৫৫ দশমিক ৯ শতাংশ। পর্তুগাল প্রবাসী বাংলাদেশি তারিকুল হাসান আশিক বলেন, দু'জনের মধ্যে সারাজীবন একসঙ্গে থাকতে পারার মতো মানসিক মিল খুঁজে পেলে কেবল তারা বিয়ের চিন্তা করে।

ক্যারিয়ারের জন্য বিয়েতে জড়ায় না অনেকে। বিয়ে ছাড়া, নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিচ্ছেদে আইনি ঝামেলাও নেই। বনাবনি হলো না ছেড়ে দি-লা। আর সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয় রাষ্ট্র। বিয়ে ছাড়া সম্পর্কে সন্তান থাকলে শুধু অভিভাবকত্বের বিষয়টি সুরাহা হলেই আর কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় না। সুইডেন, ডেন-মার্ক, এস্তোনিয়া, নেদারল্যান্ডসেও এ হার ৫০ শতাংশের উপরে। বেলজিয়াম, চেচনিয়া স্পেন, ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়ায় জন্ম নেয়া শিশুদের ক্ষেত্রে এ হার ৪০ শতাংশের বেশি। এ তালিকায় ১৯ নম্বরে ইতালি। দেশটিতে ৩৪ শতাংশ শিশুদের বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী নয়। জার্মানিতে এ হার ৩৩ শতাংশ।

জরিপ অনুযায়ী ইউরোপে দেশটির অবস্থান ২০ নম্বরে। ইউরোপে তুলনামূলক জার্মানিতে বিয় ছাড়া সন্তান জন্মদানের হার কিছুটার কম। বিয়ে ছাড়া সন্তান জন্মদানকে আদি জার্মানরা অনৈতিক মনে করে। সন্তানপালনের জন্য শুধু মা কিংবা যথেষ্ট নয়। স্বামী-স্ত্রী দায়িত্ব ভাগাভাগির মাধ্যমে সন্তান লালনে স্বাচ্ছন্দবোধ করেন তারা ।

ক্যারিয়ার সচেতন হওয়ায় বিয়ের আগে সন্তান নিয়ে একা শিশু লালন-পালনের ঝুঁকিও নিতে চায় না জার্মানরা। এছাড়া, বিয়ের পর সন্তান নিলে অনেক সুযোগ-সুবিধা দেয় জার্মান সরকার।

বিবাহিতদের চাকরি পেতে অন্যদের তুলনায় গুরুত্ব বেশি দেয়া হয়। সন্তান থাকলে গুরুত্বের পাশাপাশি সরকার ভাতা দেয়। বাড়ি পেতে সুবিধা হয়। ২ বছর মাতৃত্বকালীন ছুটি পাওয়া যায়। যা বিয়ে ছাড়া সম্ভব নয়।

ইউরোপের আরেক দেশ রোমানিয়া এ হার ৩০ দশমিক ৯ শতাংশ। লিথুনিয়া, পোল্যান্ড, ক্রোশিয়া, সাইপ্রাসে জন্মগ্রহণকারী ২০ শতাংশের বেশি শিশুর বাবা-মা, স্বামী স্ত্রী নয়। গ্রিসে এ হার সবচেয়ে কম। মাত্র ১১ দশমিক ১ শতাংশ।

৩৮,১৬,৩৩৯ বাংলাদেশি ফেসবুক ব্যবহারকারীর তথ্য ফাঁস

facebook

সম্প্রতি বিশ্বের ৫৩ কোটি ৩০ লাখ ফেসবুক ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করেছে হ্যাকাররা, যার মধ্যে বাংলাদেশি রয়েছেন ৩৮ লাখ ১৬ হাজার ৩৩৯ জন। হ্যাকারদের কাছ থেকে রেহাই পাননি ফেসবুকের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গও।

তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করেছে হ্যাকাররা। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই তিন কোটি ২০ লাখ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য হ্যাকারদের কাছে গেছে। আর সেই তিন কোটি মানুষের মধ্যে আছেন খোদ ফেসবুকের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গও। তার ব্যক্তিগত ফোন নম্বর একটি ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হয়েছে।

সবার জন্য উন্মুক্ত এসব তথ্য ফাঁস করা হয়েছে একটি স্বল্পপরিচিত সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ফোরামে।

বেহাত হওয়া ডাটাগুলো পর্যালোচনা করে জানা গেছে, এসব তথ্যের মধ্যে রয়েছে ফেসবুক আইডি নম্বর, প্রফাইলে দেওয়া নাম, ই-মেইল অ্যাড্রেস, বসবাসের ঠিকানা, ব্যবহারকারী পুরুষ না নারী, পেশাসহ বেশ কিছু তথ্য। একজন ব্যবহারকারী ফেসবুক প্রফাইল তৈরি করার সময় যেসব তথ্য দিয়ে থাকেন মূলত সেগুলোই হ্যাক করা হয়েছে।

সুইস ব্যাংকের প্রকাশিত প্রতিবেদনে বাংলাদেশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর জমা রাখা টাকার সুনির্দিষ্টভাবে এক এক করে কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। সুইস ব্যাংকের ভাষ্যমতে গোপনীয়তার কথা মাথায় রেখে সকল ডাটা একসঙ্গে করে প্রকাশ করা হয়েছে।

চাল ডাল তেল সহ ১০ পণ্যের দাম সর্বোচ্চ রেকর্ড

নতুন ধানের চাল বাজারে আসার পরও বাড়তি চালের বাজার। রাজধানীর খুচরা বাজারে সপ্তাহের ব্যবধানে সব ধরনের চাল কেজিতে ২-৪ টাকা বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। পাশাপাশি সব ধরনের ডাল ও ভোজ্যতেলের দামও বেড়েছে। এছাড়া পেঁয়াজ, আদা-রসুন, জিরা, লবঙ্গ, এলাচ ও আলু বাড়তি দরে বিক্রি হচ্ছে। এর ফলে গত সপ্তাহের তুলনায় বেশ কয়েকটি নিত্যপণ্য কিনতে বাড়তি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে ভোক্তার। বৃহস্পতিবার রাজধানীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে ও খুচরা বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে।

এ দিন এসব পণ্যের দাম বাড়ার চিত্র সরকারি সংস্থ্যা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) দৈনিক বাজার মূল্য তালিকায়ও লক্ষ্য করা গেছে। টিসিবি বলছে- বৃহস্পতিবার রাজধানীর খুচরা বাজারগুলোতে এক সপ্তাহের ব্যবধানে মোটা চালের মধ্যে স্বর্ণা জাতের চাল কেজিতে ২ দশমিক ২০ শতাংশ বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাঝারি আকারের চাল কেজিতে ৬ শতাংশ ও সরু চাল কেজিতে ৩ দশমিক ৪২ শতাংশ বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতি কেজি ডাল সর্বোচ্চ ৭ দশমিক ১৪ শতাংশ বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। প্রতি লিটার ভোজ্যতেল সাত দিনের ব্যবধানে সর্বোচ্চ ৪ দশমিক ১৭ শতাংশ বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। কেজিতে পেঁয়াজ ৮ দশমিক ৯৭ শতাংশ, আমদানি করা আদা ৪ দশমিক ৭৬, রসুন ১৪ দশমিক ২৯, জিরা ২ দশমিক ৭৮, লবঙ্গ ১২ দশমিক ৫০, এলাচ ১ দশমিক ৭২ ও আলু কেজিতে ১৫ দশমিক ৭৯ শতাংশ বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর বাজারে প্রতি কেজি মোটা চাল ৪৮-৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে, যা ৭ দিন আগে ছিল ৪৭-৪৮ টাকা। মাঝারি আকারের চাল প্রতি কেজি সর্বোচ্চ ৫৬ টাকায় বিক্রি হয়েছে, যা গেল সপ্তাহে ৫২ টাকায় বিক্রি হয়। এছাড়া সরু চাল প্রতি কেজি বিক্রি হয়েছে ৬৪ টাকায়। যা ৭ দিন আগে বিক্রি হয়েছে ৬২ টাকা।

দাম বাড়ার কারণ জানতে চাইলে রাজধানীর মালিবাগ কাঁচাবাজারের খালেক রাইস এজেন্সির মালিক ও খুচরা চাল বিক্রেতা দিদার হোসেন বলেন, পাইকারি বাজারে সব ধরনের চালের দাম বেড়েছে। চালের ভরা মৌসুমেও এ দাম মিলাররাই বাড়িয়েছে। যার কারণে খুচরা বাজারে দাম বাড়তি।

কারওয়ান বাজারের পাইকারি চাল বিক্রেতা আল্লাহর দান রাইস এজেন্সির মালিক সিদ্দিকুর রহমান বলেন, মোকামে সব ধরনের চালের দাম মিলাররা বাড়িয়ে দিয়েছেন, যার কারণে বেশি দরে চাল আনতে হচ্ছে। বিক্রিও করতে হচ্ছে বেশি দামে। তবে চালের দাম কয়েক দিনের মধ্যে কমবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

রাজধানীর খুচরা বাজারে সব ধরনের ভোজ্যতলের দাম আরেক দফা বেড়েছে। এর মধ্যে বৃহস্পতি বার প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন বিক্রি হয়েছে ১২৬ টাকায়। যা সাত দিন আগেও ১২২ টাকায় বিক্রি হয়।

বোতলজাত সয়াবিনের মধ্যে পাঁচ লিটারের সয়াবিন বিক্রি হয় ৬৮০ টাকা, যা ৭ দিন আগে ৬৭০ টাকায় বিক্রি হয়। এক লিটারের বোতল জাত সয়াবিন বিক্রি হয়েছে ১৫০ টাকা, যা ৭ দিন আগে ১৪৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এছাড়া প্রতি লিটার লুজ পাম অয়েল বিক্রি হয়েছে ১১৪ টাকা। যা ৭ দিন আগে বিক্রি হয়েছে ১১০ টাকা। পাম অয়েল সুপার প্রতি লিটার বিক্রি হয়েছে ১১৮ টাকা, যা ৭ দিন আগে ১১৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে। খুচরা বাজারে প্রতি কেজি বড় দানার মসুরের ডাল ৮০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। যা ৭ দিন আগে ৭৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে। মাঝারি আকারের মসুরের ডাল বিক্রি হয়েছে ৯৫ টাকা। যা গেল সপ্তাহে ছিল ৯০ টাকা। এছাড়া প্রতি কেজি আলু ২৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে। যা সাত দিন আগে ২০ টাকা ছিল। প্রতি কেজি দেশি ও আমদানি করা পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৪৫ টাকা। যা ৭ দিন আগেও ৪০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। প্রতি কেজি দেশি রসুন ২০ টাকা বেড়ে ১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আমদানি করা আদা বিক্রি হচ্ছে ১৪০ টাকা। যা ৭ দিন আগে ১৩০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। প্রতি কেজি জিরা ২০ টাকা বেড়ে ৩৪০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। প্রতি কেজি লবঙ্গ ১০০ টাকা বেড়ে ১০০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া প্রতি কেজি এলাচ বিক্রি হয়েছে ২৪০০ টাকা। যা ৭ দিন আগে ২৩০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

বাজারে পণ্য কিনতে এসে ভোক্তারা বলছেন, এমন কোনো পণ্য নেই যে দাম কমেছে, অথচ সব ধরনের পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের আয় কমেছে। ফলে বাড়তি দরে পণ্য কিনতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠছে তাদের। ভোক্তারা বলছেন, বাজারে সব ধরনের পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে, তবু কোনো কারণ ছাড়াই দাম বাড়ানো হচ্ছে। সরকারি নজরদারির অভাবে অসাধু ব্যবসায়ীরা কারসাজি করে পণ্যের দাম বাড়াচ্ছে বলে মনে করেন তারা।

উপবৃত্তির টাকা পেতে যেভাবে তথ্য সংশোধন করবেন

২০২০ খ্রিষ্টাব্দের ষষ্ঠ ও নবম এবং ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা জিটুপি পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কিছু শিক্ষার্থীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর বা তথ্যে ভুল থাকায় তাদের উপবৃত্তির টাকা পাঠাতে পারেনি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি। উপবৃত্তির টাকা পেতে এসব শিক্ষার্থীদের তথ্য সংশোধনের সুযোগ দেয়া হয়েছে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে।

এইচএসপি-এমআইএস সার্ভারে আগামী ৭ মে পর্যন্ত উপবৃত্তির তথ্য সংশোধনের সুযোগ পাবেন প্রতিষ্ঠান প্রধানরা। সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি থেকে এসব তথ্য জানিয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের চিঠি পাঠানো হয়েছে। এইচএসপি-এমআইএস সার্ভারে শিক্ষার্থীদের ভুল তথ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে, অ্যাকাউন্ট নম্বর ভুল, ব্যাংক বা মোবাইল ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নম্বর অন্য ব্যাংকে দেখানো, হিসাবধারীর নামের বানানের সাথে অ্যাকাউন্টের নামের বানান মিল না থাকা ইত্যাদি।

করোনা পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় এসব ভুল তথ্য সংশোধনের বিষয়ে ব্যাংক বা মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় সহোযোগিতা দিতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের বলেছে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি।

জানা গেছে, ভুল অ্যাকাউন্ট বা তথ্যের কারণে যে সকল শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি টাকা পাঠানো সম্ভব হয়নি তাদের তালিকা এইচএসপি-এমআইএস সার্ভারে উন্মুক্ত করা হয়েছে। আগামী ৭ মের মধ্যে সার্ভারে এসব তথ্য সংশোধন করতে বলা হয়েছে। যেভাবে তথ্য সংশোধন :এইচএসপি-এমআইএস সার্ভারে প্রবেশ মেনুবার অনুসরণ করে উপবৃত্তি প্রাপ্য শিক্ষার্থী বাটনে ক্লিক করতে হবে । এরপর শিক্ষার্থীর তথ্য আপডেট বাটনে ক্লিক করতে হবেওশ্রেণি অপশনে ক্লিক করে শ্রেণি সিলেক্ট করতে হবে।

এবার শিক্ষার্থীর অবস্থা অপশনে ক্লিক করে "ভুল পেমেন্ট" তথ্য সিলেক্ট করে খুজুন বাটনে ক্লিক করতে হবে। এবার শিক্ষার্থীর নামের তালিকায় কলম সদৃশ এডিট বাটনে ক্লিক করে শিক্ষার্থীর ভুল তথ্য সংশোধন করতে হবে এবার সংরক্ষণ করুন বাটনে ক্লিক করতে হবে।

বেনাপোল ও শার্শায় বাড়ছে সংক্রমণ, ২৪ ঘণ্টায় শনাক্ত ২৯

যশোর প্রতিনিধিঃ করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সীমান্তবর্তী বেনাপোলসহ পুরো শার্শা উপজেলায় চলছে কঠোর লকডাউন। শনিবার ২৯ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. ইউসুফ আলী এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, সীমান্তবর্তী বেনাপোল ও শার্শায় করোনার প্রকোপ বেড়ে গেছে। করোনা সংক্রমণ রোধে স্বাস্থ্য বিভাগ ও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় শার্শা উপজেলায় ৪৩টি নমুনার মধ্যে ২৯ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। বেনাপোল ও শার্শায় এ পর্যন্ত ৬৫০ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। তাদেরকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে।

শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মীর আলিফ রেজা জানান, করোনা প্রতিরোধ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপজেলায় সাত দিনের কঠোর লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সবাইকে বাধ্যতামূলক মাস্ক পরিধান করতে হবে। গণপরিবহন বন্ধ থাকবে। বিকেল ৩টার পর সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে হবে। মোটরসাইকেলে একজন ও ইজিবাইকে দুজনের বেশি যাত্রী বহন করা যাবে না। সবপ্রকার গণ-জমায়েত, সভা-সমাবেশ, মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হোটেল, রেস্তোরাঁয় বসে খাওয়া যাবে না এবং চায়ের দোকানে বেঞ্চ, কেরামবোর্ড ও টেলিভিশন রাখা যাবে না। বিনা কারণে সন্ধ্যা ৬টার পরে ঘরের বাইরে আসা যাবে না।

বৃহস্পতিবার শার্শা উপজেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটি বেনাপোল ও শার্শায় এক সপ্তাহের লকডাউন ঘোষণা করে।পুলিশের নাভারন সার্কেলের এএসপি জুয়েল ইমরান বলেন, সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত শুধু নিত্যপ্রয়োজনীয় দোকানপাট খোলা থাকবে। শুধু ওষুধের দোকান ও ভারতফেরত যাত্রীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের জন্য নির্ধারিত আবাসিক হোটেল এবং খাবার হোটেল সার্বক্ষণিক খোলা থাকবে।

বেনাপোল ইমিগ্রেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আহসান হাবিব জানান, ভারতফেরত যাত্রীদের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিনে রাখা হচ্ছে। গত ২৬ এপ্রিল থেকে ১৯ জুন পর্যন্ত ভারত থেকে পাঁচ হাজার ৩৯৯ জন পাসপোর্টধারী যাত্রী বাংলাদেশে ফিরেছেন। কোভিড পজিটিভ সনদ নিয়ে ভারত থেকে ফিরেছেন ১৩ জন। ফেরত আসা বাংলাদেশিদের মধ্যে ৪৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

২৪ ঘন্টার সংবাদ পেতে আমাদের অনলাইনে চোখ রাখুন

bangla express™
বাংলা এক্সপ্রেস
www.banglaexpressonline.com

আপনার শিক্ষামূলক গল্প, কবিতা ও রেসিপি পাঠানোর শেষ তারিখ প্রতি সপ্তাহের
বৃহস্পতিবার

লিভারের সমস্যা কি করবেন?

স্বাস্থ্যকথা

করোনার মধ্যে ঘরে বন্দি থাকায় মানুষের শরীরে নানান রোগ বাসা বাধছে। বিশেষ করে দিন দিন ফ্যাটি লিভারের সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে ফাস্টফুড জাতীয় খাবার বেশি খাওয়ায় এ রোগটি ছড়িয়ে পড়ছে। রোগটি খুবই মারাত্মক। লিভারের কোষসমূহে অতিরিক্ত চর্বি জমার কারণেই এই রোগ দেখা দেয়। দেশে সাধারণ হিসেবে শতকরা ১৮ থেকে ২০ ভাগ মানুষ এ রোগে ভুগছেন।

সময় থাকতেই এই রোগ প্রতিরোধে সচেতন হতে হবে। লিভারে চর্বি জমে গেলে কিছু ঘরোয়া উপায়ে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। চলুন জেনে নেয়া যাক লিভারের চর্বি কমানোর উপায় সমূহ:

* রোজ ঘণ্টাখানেক ঘাম ঝরিয়ে হাঁটতে চেষ্টা করুন।
* নেশাজাতীয় দ্রব্য বর্জন করতে হবে। মদ্যপান ত্যাগ করুন।
* ফাস্টফুড, কার্বোনেটেড চর্বি বা শর্করা সমৃদ্ধ ড্রিংকস, চকলেট বর্জনীয়।
* দৈনিক শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়াম শরীরের ওজন ও লিভারের চর্বি কমাতে সাহায্য করে।
* বর্তমানে ফ্যাটি লিভারের চিকিৎসা প্রধানত জীবনযাপন পদ্ধতি পরিবর্তনের ওপরই জোর দিয়ে থাকে। শরীরের ওজন কমানো, দৈনন্দিন ব্যায়াম এবং কম ক্যালরিযুক্ত আঁশসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ জরুরি।
* সুষম ও ক্যালারিযুক্ত আঁশসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করুন। যেমন- সবুজ শাক-সবজি, ফলমূল, ইত্যাদি।

উচ্চ শর্করা বা চর্বিসমৃদ্ধ খাবার যেমন- ঘি, মাখন, পনির, লাল মাংস, মাছের ডিম, বড় মাছের মাথা বর্জনীয়। এতে শরীরের পরিপাক সঠিক হয় এবং ওজন ঠিক রাখতে সহায়তা করে।

* শরীরের ওজন স্বাভাবিক রাখতে সচেষ্ট হতে হবে। অতিরিক্ত ওজন ঝেড়ে ফেলুন। শরীরের ৫ থেকে ১০ শতাংশ ওজন কমালে লিভারের চর্বি ও চর্বিজনিত প্রদাহ যথেষ্ট পরিমাপে কমে এবং লিভারের এনজাইমগুলো স্বাভাবিক হয়। মনে রাখতে হবে অতিদ্রুত শরীরের ওজন কমানো ঠিক নয়।

সুস্থ থাকতে চাইলে লিভারের চর্বি গলিয়ে ফেলুন। আজকাল লিভারের চর্বি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে অনেকেই। লিভারের এই রোগটি প্রাণ সংশয়ের কারণও হয়ে দাঁড়াতে পারে।

শরীরের চর্বির বিপাক প্রক্রিয়ার অসামাঞ্জস্য এবং ইন্সুলিন কার্যকারিতার জন্য লিভারের কোষগুলোতে অস্বাভাবিক চর্বি বিশেষ করে ট্রাই-গিসারায়োটি জমে এতে লিভারের ওজন হিসাবে ৫-১০ সতাংশ চর্বির পরিমাণ বেড়ে যায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে জীবানাচরণ ও খাদ্যাভাসের প্রভাব রয়েছে এই সমস্যার মূলে। অ্যালকোহল সেবনকারী এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৭৫ শতাংশ। নারী পুরুষ উভয়ই এতে আক্রান্ত হতে পারেন। শিশু কিশোররাও এ থেকে মুক্ত নয়।

লিভারে চর্বি বা চর্বিজনিত রোগ ২ রকম।

১. অ্যালকোহল জনিত। ২. অন্যান্য কারণ জনিত। উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণ চর্বি জমা থেকে শুরু করে রোগটি নানা জটিল ধাপে অগ্রসর হতে পারে। এমন কিছু ঘরোয়া উপায় আছে যার মাধ্যমে লিভারের চর্বি কমিয়ে অন্যসব জটিল রোগের ঝুঁকি কমায়।

১. লেবু পানিঃ প্রতিদিন লেবু পানি পান করার অভ্যাস করুন। এতে ভিটামিন সি থাকে যা লিভারকে দুষণ মুক্ত রাখতে সহায়তা করে।

২. গ্রীন টিঃ প্রটিদিন সকালে ও বিকালে ১ কাপ করে গ্রীন টি পান করুন। এটি লিভার ফাংশন ঠিক করতে সহায়তা করে।

৩. অ্যাপেল সিডার ভিনেগারঃ ১ কাপ গরম পানিতে কয়েক ফোটা অ্যাপেল সিডার ভিনেগার মিশিয়ে প্রতিদিন খাবার আগে পান করুন। কয়েকমাস এটি খেলেই দেখবেন লিভারে জমে থাকা সব চর্বি গায়েব হয়ে গেছে।

৪. আদা পানিঃ ১ চা চামচ আদা গুঁড়া গরম পানিতে মিশিয়ে দিনে ২ বার পান করুন। এই পানীয় টানা ১৫ দিন খেলেই দেখবেন অনেক সুস্থ বোধ করছেন। কারণ এটি লিভারের চর্বি জমার প্রক্রিয়াটি বন্ধ করে দেয় ফলে লিভার আস্তে আস্তে ঠিক হতে থাকে।

৫. আমলার রসঃ আমলায় ভিটামিন সি থাকায় এটি লিভারকে দুষণ মুক্ত রাখে। তাই লিভারের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি টানা ২০ দিন এই রস প্রতিদিন সকালে খান তাহলে তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন।

ফ্যাটি লিভারের লক্ষণ কী?

প্রথমত লিভারে পাঁচ ভাগ পর্যন্ত ফ্যাট বা চর্বি জমা হতো পারে। লিভারে যদি পাঁচ ভাগের বেশি ফ্যাট জমা হয়ে থাকে, তখন একে আমরা ফ্যাটি লিভার বলি। একজন রোগীর সাধারণত আল্ট্রাসোনোগ্রামের মাধ্যমে ফ্যাটি লিভার নির্ণয় হতে পারে। সাধারণত কোনো একটি কারণে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হয়তো আল্ট্রাসোনোগ্রাম করতে চাইলেন, তখন দেখা গেল ফ্যাটি লিভার। কখনো গ্রেড ওয়ান আসে, কখনো গ্রেড টু আসে। তখন চিকিৎসক রোগীকে পরামর্শ দেন আপনার লিভারে ফ্যাট এসেছে, আপনি দ্রুত একজন লিভার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেন।

আবার কিছু কিছু রোগী আমাদের কাছে আসে অভিযোগ নিয়ে। সেগুলো কেমন হতে পারে? এমন হতে পারে যে সে খেতে পারছে না, বদহজম হচ্ছে। আপনার পেটের ডান দিকে মাঝে মাঝে একটু ব্যথা অনুভব করছেন। এমন কিছু অভিযোগ নিয়ে উনি আমাদের কাছে আসতে পারেন। তখন আল্ট্রাসোনোগ্রাম করলে আমরা হয়তো ফ্যাটি লিভার পেয়ে যাই। ফ্যাটি লিভার পেলে এর চিকিৎসার জন্য চেষ্টা করে থাকি।

এ ছাড়া যেসব রোগী ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, যাদের স্থূলতার সমস্যা রয়েছে, যাদের লিপিড প্রোফাইল কোলেস্টেরলের পরিমাণটা অত্যন্ত বেশি, যাদের হরমোনের কিছু সমস্যা রয়েছে, কিংবা কেউ যদি হেপাটাইটিস সি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকে, তাদের কিন্তু আমরা রুটিন চেকআপের মধ্যে ফ্যাটি লিভারটা এসেছে কি না দেখে থাকি। বিশেষ করে স্থূলকায় যারা রয়েছেন তাদের এবং ডায়াবেটিস যাদের রয়েছে, তাদের অবশ্যই ফ্যাটি লিভারের চিকিৎসা করতে হবে।

এ ছাড়া কখনো যদি তার প্যানক্রিয়াসে সমস্যা থাকে, যদি তার অ্যালকোহলে সমস্যা থাকে, তখন আমরা তার ফ্যাটি লিভারটা গুরুত্বের সঙ্গে চেক করে থাকি। পশ্চিমা বিশ্বে সাধারণত এটি অ্যালকোহলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। আমাদের দেশে যেহেতু অ্যালকোহল নেওয়ার প্রবণতাটা কম, এক্ষেত্রে অ্যালকোহল জনিত ফ্যাটি লিভার কম পেয়ে থাকি। যারা অ্যালকোহলের ইতিহাস দিয়ে থাকেন, তাদের অবশ্যই আমরা ফ্যাটি লিভারটা স্ক্রিনিং করে থাকি।

আসলে মোদ্দা কথা, প্রথমে ফ্যাটি লিভার রয়েছে কি না, এটি আমাদের নির্ণয় করতে হবে। কোন কোন অনুষঙ্গ এখানে জড়িত রয়েছে, সেগুলো জানতে হবে। কারণ, ফ্যাটি লিভার কিন্তু এখন অত্যন্ত খারাপের দিকে যাচ্ছে। তাই প্রত্যেকের সচেতন থাকতে হবে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু ঠেকানোর ৫টি উপায়

বাংলাদেশে প্রতিবছর মার্চ-এপ্রিল মাসে সর্দি-কাশির প্রাদুর্ভাব থাকে বলে চিকিৎসকরা জানান। তাদের ভাষায়, এটি সিজনাল ইনফ্লুয়েঞ্জা। এখন যেহেতু বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাস সংক্রমণের মহামারি চলছে, সেজন্য সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়েও অনেকে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবুল কালাম আজাদ বলেন, করোনাভাইরাস সংক্রমণের লক্ষণের মধ্যেও সর্দি-কাশি রয়েছে।

তিনি বলেন, বছরের এই সময়টিকে অনেকেরই মৃদু জ্বর ও সর্দি-কাশি থাকে। কিন্তু এখন অনেকে আগের চেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছেন। ফলে হাসপাতালেও বেশি মানুষ আসার চেষ্টা করে।
চিকিৎসকদের কাছেও অনেকে টেলিফোন করে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পরামর্শ দিয়েছেন, কারো যদি জ্বর থাকে এবং সামান্য গলা ব্যথা থাকে, তাহলে বাড়িতে অবস্থান করে
চিকিৎসা নেয়া ভালো। জ্বর থাকলে প্যারাসিটামল এবং কুসুম গরম পানি পানের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

এছাড়া তিনি বলেন যে গলা ব্যথা থাকলে কুসুম গরম পানি দিয়ে গার্গল করা যেতে পারে। সর্দি-কাশির জন্য অ্যান্টি-হিস্টামিন জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়া যেতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

যদি অবস্থা একদম জটিল না হয় তাহলে হাসপাতালে আসার প্রয়োজন নাই। তিনি জানান, সরকার হাসপাতালগুলোতে পৃথক আউটডোর ও ইমার্জেন্সি বিভাগ খোলার চেষ্টা করছে, যেখানে সর্দি-কাশির রোগী বা এই ধরণের সমস্যায় যারা আছেন, তারা যেতে পারেন।

তিনি বলেন, যদি করোনা সন্দেহ করা হয়, তাহলে একথা বলবো না যে সাধারণ হাসপাতালে অন্যান্য রোগীর সাথে তাদের ভর্তি করা হবে।

মহাপরিচালক জানান, করোনাভাইরাস সংক্রমণের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য যেসব হাসপাতাল নির্ধারিত রয়েছে, সে সব জায়গায় সন্দেহভাজন রোগীদের পাঠানোর পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, মৌসুমি ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণে হঠাৎ জ্বর, শুষ্ক কাশি, মাথাব্যথা, মাংসপেশীতে ব্যথা হতে পারে। এছাড়া হতে পারে গলা ব্যথা এবং সর্দি।

এক্ষেত্রে কফ মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে এবং এই অবস্থা দুই সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে।

আর অধিকাংশ মানুষ কোন চিকিৎসা ছাড়াই সপ্তাহখানেকের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠেন বলে জানাচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু ঠেকানোর পাঁচটি উপায়

খুব সামান্য কারণেই ঠান্ডা বা সর্দি-জ্বরে আক্রান্ত হতে পারেন যে কেউ। সাধারণত কয়েকদিনের মধ্যেই মানুষের সর্দি-জ্বর ভালও হয়ে যায়। তবে কয়েকটি উপায়ে স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত সময়ে সর্দি-জ্বর ভাল করা সম্ভব বলে মনে করেন চিকিৎসকেরা, মৌসুমি ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু প্রতিরোধের জন্য পাঁচটি পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

১. টিকা নেয়াঃ ফ্লু থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রতিবছর টিকে নিতে পারেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, সাধারণত গর্ভবতী নারীদের জন্য এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ছয়মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের জন্যও এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

২. নিয়মিত হাত ধোয়াঃ নিয়মিত হাত পরিষ্কার রাখলে ফ্লু ছাড়াও অন্যান্য সংক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়। সাবান দিয়ে ভালো মতো হাত ধোয়ার পর তা মুছে শুকনো করে নেবার পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

৩. চোখ-নাক-মুখ স্পর্শ না করাঃ এই তিনটি স্থান দিয়ে মূলত শরীরে জীবাণু প্রবেশ করে। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে যা কিছু ভেতরে প্রবেশ করছে, তার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তবে মুখ হাত না দিয়ে সংক্রমণের ঝুঁকি অনেকটা কমিয়ে আনা যেতে পারে।

৪. অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলাঃ ফ্লু একটি সংক্রামক বিষয়। যেখানে জনসমাগম বেশি সেখানে ফ্লু বেশ দ্রুত ছড়ায় - এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, হাসপাতাল এবং যে কোন ধরণের গণজমায়েত। ফলে এ ধরণের জমায়েত এড়াতে পারলে অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার ঝুঁকি কমে।

৫. শরীর খারাপ লাগলে বাসায় থাকুনঃ আপনি যদি ফ্লুর মাধ্যমে অসুস্থ হন, তাহলে অন্যদের সংস্পর্শে গেলে তারাও অসুস্থ হতে পারেন। যারা ক্যান্সার বা হৃদরোগে ভুগছেন কিংবা এইচআইভি পজিটিভ - তাদের জন্য এটি বেশি ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। ফ্লু হওয়া মাত্র নিজেকে অন্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখলে ভাইরাসের বিস্তার থামানো সম্ভব। এছাড়া চিকিৎসকরা আরো যেসব পরামর্শ দেন, সেগুলো হচ্ছে -

উষ্ণ পরিবেশঃ সর্দি-জ্বরের সময় উষ্ণ পরিবেশে থাকা বা উষ্ণ পোশাক পড়ে থাকলে ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

প্রচুর তরল পানঃ প্রচুর পরিমাণ পানি বা ফলের রস পানের মাধ্যমে পানিশূন্যতা রোধ করলে ঠান্ডা থেকে দ্রুত আরোগ্য লাভ করা যেতে পারে।

গলার যত্ন নিন: ঠান্ডার একটি সাধারণ উপসর্গ গলা ব্যথা। লবণ পানি দিয়ে গার্গল করা অথবা লেবু ও মধু দিয়ে হালকা গরম পানীয় তৈরি করে পান করলে গলা ব্যথার দ্রুত উপশম হতে পারে।

এয়ারলাইনস ব্যবসায় ক্ষতি ২৫ হাজার কোটি ডলার

করোনা ভাইরাসে প্রাদুর্ভাবের কারণে বড় ধরনের সংকটে পড়েছে বিশ্বের অ্যাভিয়েশন খাত। গত ৩ মাসে আকাশপথে যাত্রী পরিবহন কমেছে ৯০ শতাংশেরও বেশি। চলমান পরিস্থিতিতে এয়ারলাইন্স গুলোর ক্ষতির পরিমাণ ২৫০ বিলিয়নবা ২৫ হাজার কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষ (আইএটিএ)।

এ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, করোনা ভাইরাসে সবচেয়ে বড় ধাক্কা লেগেছে এ খাতে। কোনো দেশে নিষেধাজ্ঞার কারণে পেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। আবার কোনো দেশে যাত্রীসংকটে ফ্লাইট পরিচালনা সাময়িক বন্ধ রেখেছে এয়ারলাইনসগুলো। বিশ্বের প্রধান এয়ারলাইন্সগুলো যাওয়া-আসার প্রায় সব ফ্লাইট স্থগিত করেছে। এ ধাক্কা সামলে ওঠা বেশ কঠিন বলে মনে করেন খাত সংশ্লিষ্টরা। প্রধান এয়ারলাইনসগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য ফ্লাইট স্থগিত করেছে। ফলে এসব সংস্থার আয় অনেক কমে যাওয়ায় প্রচুর লোকসানও গুনতে হচ্ছে। পেন চলাচল কবে নাগাদ স্বাভাবিক হবে, তা বলতে পারছেন না কেউ।

আইএটিএ বলছে, ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বিশ্বব্যাপী ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ায় এয়ারলাইনসগুলোর এ ক্ষতি মুখে পড়েছে। এ-সংকট আরও দীর্ঘায়িত হলে লোকসানের পরিমাণ আরও বাড়বে। বিশ্বের প্রধান যেসব এয়ারলাইন্স ফ্লাইট স্থগিত বা হ্রাস করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আমেরিকান এয়ারলাইনস, ইউনাইটেড এয়ারলাইনস, ডেল্টা, এয়ার কানাডা, এয়ার এশিয়া, নিপ্পন, ক্যাথে প্যাসিফিক, ক্যাথে ড্রাগন, জাপান এয়ারলাইনস, কোরিয়ান এয়ার, সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস, সিল্ক এয়ার, কান্ড়াস, এয়ার নিউজিল্যান্ড, এয়ার ফ্রান্স, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, ভার্জিন আটলান্টিক, লুফথানসা, সুইস অস্ট্রিয়ান এয়ারলাইনস, টার্কিশ এয়ারলাইনস, ইতিহাদ, এমিরাটস ও কাতার এয়ারওয়েজ।

এরই মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে লাভজনক বিমান সংস্থা আমেরিকান এয়ারলাইনস দেশটির সরকারের কাছে ১২ কোটি ডলার সহায়তা চেয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থা কান্তাস এয়ারলাইনস জানিয়েছে, করোনা সংকটে এই আর্থিক বছরের দ্বিতীয় ভাগে তাদের কর-পূর্ব মুনাফা ১০ কোটি মার্কিন ডলার কম হতে পারে। এ ছাড়া এয়ার ফ্রান্স-কেএলএম জানিয়েছে, করোনা ভাইরাসের কারণে ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে তাদের আয় ২১ কোটি ৬০ লাখ ডলার কমে যাবে। আইএটিএর মহাপরিচালক ও প্রধান নির্বাহী আলেকজাঁদ্র দ্য জুনিয়াক আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাসে সৃষ্ট রোগ) এর কারণে চাহিদার তীব্র মন্দায় বিমান সংস্থাগুলোতে। বিশেষ করে চীনা বাজারের সংস্পর্শে আসাদের ওপর অর্থনৈতিক প্রভাব পড়বে।

উল্লেখ্য গত বছরের শেষ সপ্তাহে চীনের উহান শহর থেকে সংক্রমণ শুরু হয় নতুন ধরনের এই করোনা ভাইরাসের। চীনে ৩ হাজার ৩০০ জনের প্রাণহানির পাশাপাশি ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর প্রায় সব কটি দেশে। ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে ইতোমধ্যেই পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই পুরোপুরি বা সীমিত আকারে লকডাউন, কারফিউসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

আলফাডাঙ্গায় স্বপ্ন নগরে স্বপ্ন দেখালেন জেলা প্রশাসক

আজিজুর রহমান দুলালঃ গত মঙ্গলবার (১৫ জুন) বিকালে ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার কাতলাসুর স্বপ্ন নগর কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছেন ফরিদপুর জেলা প্রশাসক অতুল সরকার। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য তৈরী হচ্ছে স্বপ্ন নগর নামের বিশেষ একটি আবাসন এলাকা।

আলফাডাঙ্গায় কাতলাসুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে প্রশাসনের উদ্যোগে বৃক্ষ রোপণ

আজিজুর রহমান দুলালঃ ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে 'মুজিব বর্ষের আহব্বান, তিনটি করে গাছ লাগান' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার এই আহ্বান সার্থক করার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়।
এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে গাছের চারা দিয়ে সহযোগিতা করেন উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা শেখ মোঃ লিটন।

রণিকে ছাত্রদল নেতা বানানোর অপপ্রচার, প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

আলফাডাঙ্গা প্রতিনিধিঃ ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপপ্রচারের প্রতিবাদে মোঃ রায়হান রনি নামে এক ছাত্রলীগ নেতা সংবাদ সম্মেলন করেছেন। শনিবার বেলা ১২ টায় আলফাডাঙ্গা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন করেন উক্ত ছাত্রলীগ নেতা।
সংবাদ সম্মেলনে একটি লিখিত বক্তব্যে মোঃ রায়হান রনি নিজেকে ছাত্রলীগের একনিষ্ঠ কর্মী দাবি করে বলেন, তিনি বলেন-"আমি দীর্ঘদিন যাবত ছাত্রলীগের রাজনৈতিক মিটিং-মিছিলে রাজপথে সক্রিয় ভাবে থেকেছি। বি.এন.পি.-জামাতের জ্বালাও পোড়াও রাজনীতি ও হরতালের বিপক্ষে থেকেছি আপোষহীন।"

মোঃ রায়হান রনি তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যাচারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, নবগঠিত আলফাডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগের কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করার পর বারবার একটি কুচক্রি মহল আমাকে ছাত্রদল নেতা বানানোর পায়তারা করছে, যা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং মিথ্যাচার মাত্র। কেননা উপযুক্ত কোন প্রমাণ ছাড়া শুধুমাত্র একটি কমিটির কাগজ দেখে আমাকে ছাত্রদল বানানোর অপচেষ্টা চলছে। আমি যদি সত্যিই ছাত্রদল করতাম তাহলে কেন ছাত্রদল এবং বিএনপি নেতৃবৃন্দের সাথে আমার ছবি থাকবে না? আমি দীপ্ত কণ্ঠে বলব, ছাত্রদল আমার কোন সিভি এবং ছবি দেখাতে পারবে না। আমি এই মিথ্যাচারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। *(বিস্তারিত ২য় পৃষ্ঠায়..)*

কোভিড-১৯ হিরো'খেতাবে ভূষিত অলিয়ার রহমান খাঁন।

১৭ জুন বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টায় ঢাকা হোটেল শেরাটনে পল্লী প্রগতি সহায়ক সমিতির নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আলিয়ার রহমান খাঁনকে কেভিড ১৯ হিরো এ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক।
'বিশ্ব মহামারীতে জেগে উঠুক মানবতা' করোনার শুরু থেকেই তিনি রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন। মহামারি করোনাতে রোগীদের অনন্য সেবা দান, জনগনের মাঝে করোনা প্রতিরোধ মূলক সামগ্রী বিতরণ ,খাবার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ সহ বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম চালু করেছেন। তার এই ব্যাপক ভূমিকার কারণে তাকে "কোভিড হিরো" হিসেবে পুরস্কৃত করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক।

এর আগে তিনি ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী এ্যাওয়ার্ড পদক -২০১৯, মাদার তেরেসা পিস এ্যাওয়ার্ড পদক ২০১৯, নেপাল বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীফ এ্যাওয়ার্ড পদক -২০১৯, মহান বিজয় দিবস সম্মাননা পদক-২০২০ ছাড়াও তিনি বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

উক্ত অনুষ্ঠান শেষে ১৭ই জুন একই দিনে খাঁন অলিয়ার রহমানের ৭২তম জন্মদিন থাকায় গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক কেক কেটে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানান।

আধুনিকায়ন হচ্ছে মেরিন একাডেমি

(১ম পৃষ্ঠার পর...) অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানিয়েছে গণপূর্ত বিভাগ। জানা গেছে, সমুদ্রগামী জাহাজের অফিসার ও প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া জন্য ১৯৬২ সালে মেরিন একাডেমি নামে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রায় ৬০ বছর পুরনো অবকাঠামোতেই চলে আসছে সরকারি প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম।

ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) চাহিদা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ মান নিশ্চিত করার ফলে আইএমও হোয়াইট লিস্টে অন্তর্ভুক্ত হয় বাংলাদেশ। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি সমুদ্রগামী জাহাজের ক্যাডেট তৈরিতে সুনামের সঙ্গে কাজ করে চললেও প্রতিষ্ঠানটির পুরাতন অবকাঠামো আধুনিক মেরিটাইম এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিংয়ের জন্য যুগোপযোগী নয়। তাই প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২০১৮ সাল থেকে অবকাঠামোগত আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর এজন্য প্রকল্প প্রস্তাবনা জমা দেয় মন্ত্রণালয়ে। বেশ কয়েকদফা বৈঠক ও চিঠি চালাচালির পর প্রকল্পটি বর্তমানে একনেক সভায় অনুমোদনের জন্য রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় দ্বিতল মেরিন ওয়ার্কশপ ভবন, সিমেন্সশিপ ভবন, রাডার ভবন, ডেমনেস্ট্রেশন ভবন, ২তলা অডিটরিয়াম, জিমনেশিয়াম ও সুইমিল পুল নির্মাণ, সুইমিংপুলে সারভাইভাল ট্রেনিং সুবিধা রাখা হয়েছে। তাছাড়া চার তলা দুটি অফিসার কোয়ার্টার, ৬তলা বিশিষ্ট দুইটি স্টাফ কোয়ার্টার, ৪তলা অফিসার্স ডরমেটরি, ব্যাচেলর স্টাফ ডরমেটরি, গার্ড রুম, সেন্ট্রি পোস্ট, বিদ্যুতের সাব স্টেশন, পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি নির্মতব্য ভবনগুলোর সাথে সংযোগ সড়কসহ পুরো মেরিন একাডেমি এলাকায় ৬ ফুট উঁচু ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হবে। থাকবে স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্টও।

গণপূর্ত বিভাগ চট্টগ্রাম ডিভিশন-৩ এর নির্বাহী প্রকৌশলী মইনুল ইসলাম জানান, ১৯৬২ সালে নির্মাণ করা পুরোনো স্থাপনা ও অবকাঠামোতে চলছে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির কার্যক্রম। এখন থেকে আন্তর্জাতিক মানের ক্যাডেট তৈরি করা হলেও অনুন্নত অবকাঠামোর কারণে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমে ব্যাঘাত তৈরি হচ্ছে। এই কারণে প্রতিষ্ঠানটিকে অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন করা হচ্ছে।
তিনি বলেন, মেরিন একাডেমি আধুনিকায়নের প্রজেক্টটি বর্তমানে একনেক সভায় অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। ইতোমধ্যে পিইসি'র (প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি) মিটিং হয়ে গেছে। একনেকে অনুমোদন হলে আমরা টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করবো।

তিনি আরও বলেন, প্রকল্পটি তিন বছর মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় ১৩৬ কোটি টাকা।
উল্লেখ্য, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি বাংলাদেশের একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে বাণিজ্যিক জাহাজের ক্যাডেট, ডেক অফিসার এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেশি-বিদেশি নাবিকরা উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে পারবেন।

সম্পাদক ও প্রকাশকঃ মোঃ হারুনুর রশীদ, নির্বাহী সম্পাদকঃ মামুনুর রশীদ, বার্তা সম্পাদকঃ মোঃ ইয়াসিন সেলিম, সহ-বার্তা সম্পাদকঃ আব্দুল্লাহ আল শাহীন, বিভাগীয় সম্পাদকঃ আজিজুর রহমান দুলাল।
আমিরাত ব্যুরোঃ সৈয়দ খোরশেদ আলম । প্রকাশক কর্তৃক ১০/সি, নয়া পল্টন (নিচতলা), ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ও পারভেজ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং, ২৬৬/১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ থেকে মুদ্রিত।